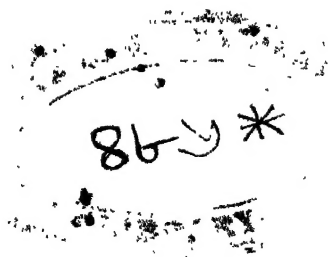




ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ-ବିଲ୍ଲେଜିୟମ

ଶ୍ରୀ ମନମୋହନ ଶାସ୍ତ୍ରୀ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ

୨୧-୧୧



শ্রীশ্রীদুর্গা ॥

শরৎ ॥

২০০৮

বিদ্যোৎসাহিনী

বৈধবা ঙ্গোদয় ।

২৩



শ্রীরামপুর নিবাসি

শ্রীযুক্ত বাবু রমানাথ গোস্বামি মহাশয়ের

অনুমত্যানুসারে

শ্রীযুক্ত নন্দসুন্দর কবিরত্ন

বিরচিত

কলিকাতা ।

নিত্যধর্ম্মানুরঞ্জিকা যন্ত্রে মুদ্রিত

শকাব্দ ১৯৭৭ ।

এই পুস্তক বাহ্যিক প্রয়োজন হইবে । তাল

ই : যন্ত্রালয়ে ৭৮/৭ যোদ্ধাবাগানের ১৮। ২৪ নং

স্বাক্ষরিত করিলে প্রাপ্ত হইতে পারিবেন ।

মহাপা

শ্রীশ্রীঃ
শরণং

বৈধব্যধর্মোদয় ॥



ঋঃস্বাচার বিচার চারুচত্তরো ধর্মিষ্ঠ শিষ্টি,
গ্রন্থীর্ষো নব্যোহপি সুসভ্য ভব্যগুণবান্
সর্ব প্রিয়ঃ সত্য বাক্ । তেনৈবানুমতো
হধুনাদ্বিজরমানাথেন গোস্বামিনা ধীরো,
নন্দঙ্গমার এষতনুতে বৈধব্যধর্মোদয়ঃ ॥



(বিধবা বিবাহ প্রচলিত হওয়া উচিত কি না।) এই প্রশ্ন
জিজ্ঞাসার ছলে শ্রীযুক্ত ঈশ্বর চন্দ্র বিদ্যানাগর ভট্টাচার্য্য
মহাশয় যে পুস্তক প্রচারিত করিয়াছেন; কালধর্ম্মানুসারে
তাহার উত্তর প্রদান করিবার কোন প্রয়োজম হয়না।

যেহেতু; বিধবাদিগের দুঃখস্মরণ করিতে হইলে হৃদয়বিদর্শ
হইয়া যায়; এবং এমন নিদ্রায় ই বা কে আছে; যে তাহারদিগ
কে দেখিয়া করুণা রসে আর্দ্রচিত্ত নাহয়। কেবল নৈষ্ঠুর্য্য স্ব
ভাব বিশিষ্ট এতদ্দেশীয় জনগণেরা নিরর্থ লোকতঃ ও শাস্ত্র
তঃ ওকৌলিক ব্যবহারতঃ এবং ধর্ম্মমর্য্যাদার হানিভয়ে ভীত
হইয়া অনাথা চিরদুঃখিনী বিধবা গণকে উগাদেয় ইন্দ্রিয়
সুখে বঞ্চিত করিয়া কারাবন্দোন্মেরন্যায় ব্রহ্মচর্য্যকপ শৃঙ্খ
লে এককালে আবদ্ধ করিয়া রাখিয়াছেন।

ইহা যে অযুক্তকর্ম তাহা আমি অযুক্ত কণ্ঠে সহস্র সহস্র
বার কহিতে পারি । যাঁহারা লোক সমাজে মহজপে মান্য
হইয়া ইচ্ছাকরেন তাঁহারাদিগের সর্বদা উচিত কর্মই এই
যে স্বীয় মহত্ত্বানুসারে কারুণ্য প্রকাশে একপ যন্ত্রণা জালে
পতিত পতি বিয়োগিনী চিরদুঃখিনী অবলা বিধবা গণকে
পরিমুক্ত করিয়া দেন ।

ইহাতে তাঁহারাদিগের ইহলোকে পরম সুখ্যাতি এবং পর
লোক গমনার্থ পাথেয় অমূল্যরত্ন স্বরূপ পরম ধর্ম ধর্মের
লাভ হইবার সম্যক সম্ভাবনা ; বিশেষতঃ অবলারা সবলা
হইয়া বিবশ স্মরণজালায় পরিভ্রাণপাক্ বলদেখি ; এ অমূতে
অরুচি কার আছে ; যদি বিদ্যা সাগর মহাশয় স্বীয় মহত্ত্ব প্র
কাশে বচনায়াসে চিরদুঃখিনী গণকে ব্রহ্মচর্য্য হইতে অবকা
শ প্রদান করিতে পারেন ; তবে বিধবা মণ্ডলে পরমাদরুণীয়
রূপে যে কিরূপ প্রশংসাপ্রাপ্ত হইতে পারিবেন তাহা আমি
একমুখে কহিয়া পর্য্যাপ্তি করিতে পারি না এবং বহুতরা অধী
রা অবীরা গণেরা সবীরা হইয়া চিরকাল পর্য্যন্ত স্বীয় সুখা
মুভবকালে লোমাঞ্চিত কলেবুরে আশীর্বাদ করিতে নিযুক্ত
থাকিবেন । বুঝিয়া দেখিলে বিধবাদিগের শরনকালে (পদ্ম
নাভের ন্যায়) বিদ্যা সাগর স্মরণীয় হইবেন । (কীর্ত্তিরন্য
সুজীবতি) ॥

ঐযুক্ত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যা সাগর ভট্টাচার্য্য মহাশয় মান্য
বংশপ্রসূত প্রভূত গুণভূষিত ও রাজসদসি সমাদৃত ও বটেন
এবং অসমদ্বাদির নিকৃষ্ট ও ধন্যরূপে মান্য কদাপি তাঁহাকে
অনাদর করি না ।

বিশেষতঃ অনাদর করিবার বিষয়কি ; এক ধর্ম বিচার ব্য-

তীততাহাঁর সহিত অকৌশলের আর অন্য কোন কারণ নাই
এক্ষণে এতৎ বিষয়ের বিচার করিতে অন্য জনকে লক্ষ্য না করি
য়া তাহাঁতেই ভারাপণ করাগেল তিনিই ভাবী ভাবের বিবে
চনা করিয়া বিধবা বিবাহ উচিত কি না তাহার বিচার করণ
সুপণ্ডিত জনে বিধবা বিবাহ যে অনুচিত কর্ম তাহা কোন উপ
লব্ধি করিতে নাপারেন । তবে এ অনুভব অযোগ্য নহে যে
বিদ্যানাগর মহাশয় ভ্রান্তি বশতঃ বা বিচার জীর্ঘাষায় কিয়া
কোন বিশেষানুরোধে অবশ্যই আবদ্ধ হইয়া থাকিবেন;
নচেৎ এমত অযুক্ত বিষয় যে বিধবা বিবাহ তাহাকে যুক্তিপো
শাস্ত্র সিদ্ধ বলিয়া কেমন জানাইতেছেন । কিন্তু এমন সুশো
ভন পণ্ডিতের অশোভন চাতুরী করা মতন হে! (যালোকদ্বয়
সাধনী তনুভূতাং সাচাতুরী চাতুরীত্যাদি) যে চাতুরী দ্বারা
ইহপরলোকে প্রশংসনীয় হয় মনুষ্যদিগের সেই চাতুরীই
চাতুরী ।

কলে তাহাঁর মনের কথা কি তাহা তিনিই জানেন;
কিন্তু বাহ্যে বিশেষ ছলবাক্যে ধর্ম্ম খলতা প্রকাশে নিরোধ
গণের চিত্তকে ভাল আকৃষ্ট করিয়াছেন; পণ্ডিতের কর্ম্মই
এই যে বাক্ জালমালাতে বন্যমৃগবৎ সামান্য জনগণকে
এককালেই দ্রুত জালে আবৃত করেন । যাহাইউক; ভঙ্গী
ক্রমে নির্বোধেরদের চক্ষুদ্বয়ে এমন অপূর্ণ নয়নাচ্ছাদনী
প্রদান করিয়াছেন; যেহেতু তাহার। আর কোনমতে আ-
পনারদিগের কল্যাণ পথে দৃষ্টি সঞ্চারিত করিতে পারেনা
অহরহ যজ্ঞাবল্লবপে মহাজ্ঞানোদেই ভ্রাম্যমান হইতে
ছে । এককালে উন্মত্তভূত হইয়া অহিত বিষয়কে পরম হিত
নোধে পরমানন্দ সাগরে ভাসিয়াছে ।

তদ্ব্যক্টে পরম কারুণিক সকল ধর্ম পরায়ণ ধন্যতম পুণ্যব
 জ্ঞার দেশহিতৈষী গুণরাশী শ্রীরামপুর নিবাসী শ্রীম শ্রীযুক্ত
 বাবুর্রমানাথ গোস্বামী মহাশয় ধর্মাবলম্বকর বাক্যবিশি
 ষ্ট অশিষ্ট সম্মত বিদ্যাসাগরকৃত ক্ষুদ্র পুস্তকের অভিপ্রায় নিরা
 করণার্থ ব্যাখ্যাত হইয়া শ্রীযুক্ত আনন্দ চন্দ্রশিরোমণি ভট্টা
 চার্য্য মহাশয়কে অনুমতি করিয়া কহেন যে ভট্টাচার্য্য মহা
 শয় শ্রীযুক্ত নন্দকুমার কবিরত্ন ভট্টাচার্য্য মহাশয় মমতি
 মতে বিধবা বিবাহ বিষয়ক পুস্তক অভিপ্রায় খণ্ডনার্থ এক পুস্ত
 ক রচনা করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছেন; আপনি শাস্ত্রার্থ সঙ্ক
 লন দ্বারা তাহার সাহায্য করণে প্রস্তুত হউন। এতদনুজ্ঞা সং
 প্রাপ্তে উভয়ে একত্রে হইয়া শ্রীযুক্ত গঙ্গানারায়ণ ন্যায়বাচস্প
 তি ভট্টাচার্য্য ও শ্রীযুক্ত হারাধন কবিরাজ বিদ্যারত্ন মহাশ
 যের সুযুক্তিমত (বৈধব্যধর্মোদয়) নামে পুস্তক প্রচারিত
 করিলেন; তাহার স্থূল তাৎপর্য্য গ্রন্থানুক্রমণিকায় এক
 টিত করিতেছি।

অথানুক্রমণিকা ।

শ্রীযুক্ত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর, যে চতুঃশ্লোক দ্বারা অযুক্ত
 বিধবা বিবাহের নির্বাহার্থে আপনাকে কৃতকার্য্য স্বীকা
 র করিয়াছেন; সর্বসাধারণের আশুবোধের নিমিত্তে উক্ত
 বচন চতুষ্টয়ের প্রকৃতার্থ ও স্থূল সঙ্জ্ঞা অভিপ্রায় এই অনুক্র
 মণিকায় প্রকাশ করিতেছি; তদ্ব্যক্টে উন্নতিদিগকে বিধবা বি
 বাহ বিষয়ক আশায় হতাশ হইতে হইবে।

১ প্রথম। (অন্যকৃত যুগে ধর্ম্ম ইত্যাদি) যে বচন দ্বারা ধ
 র্ম্মের ভিন্নতা দর্শন করান তাহা সঙ্গত হয়না; যেহেতু তাহা

স্বতাৎপর্য ধর্ম একভিন্ন অন্যনহে; কেবল যুগানুসারে
মনুষ্যদিগের সামর্থ্য হ্রাস প্রযুক্ত অনুষ্ঠানের অন্তর হইয়া
থাকে এইমাত্র; তাহা তদ্বচনের পর বচনেই সংহিতাকার
সিদ্ধান্ত করিয়াছেন ॥ ১ ॥

২ দ্বিতীয় । (কুতেত্ত মানবোধর্ম ইত্যাদি) পারাশর বচ-
নে যে প্রতিযুগের ভিন্ন ধর্মশাস্ত্র প্রতিপন্ন করিয়াছেন;
তদর্থে প্রতিযুগের ধর্মশাস্ত্রের ভিন্নতাকরা ঐশ্বর্যকারের
অতিপ্রায় সিদ্ধ হয়না । যখন পরাশর স্বয়ং (মনুঃকল্পান্ত
রাস্তরে) কহিয়াছেন তখনই তাহার মীমাংসা হইয়াছে
সুতরাং কেবল পারাশরই যেকন্নির ধর্মশাস্ত্র; অন্যেরমতে
চলিতে হইবেনা এমনত তাৎপর্য নহে; তাহা পারাশর সং-
হিতার প্রথমাবধি শেষ পর্য্যন্ত অবলোকন করিলেই পণ্ডি-
তেরা বিবেচনা করিতে পারিবেন এবং পরাশর কেবল যে
কন্নিরধর্ম কহিয়াছেন অন্যযুগের ধর্ম কহেন নাই এমনত
ও নহে তাহাও উক্ত সংহিতা দৃষ্টি করিলে জানিতে পা-
রিবেন; অর্থাৎ দ্বাদশ অধ্যায় উক্ত সংহিতা, তাহার প্রথ-
ম অধ্যায় দ্বয়ে কন্নিধর্ম কহিয়া অপর দশ অধ্যায়ে যুগ
সাধারণের ধর্ম কহিয়াছেন ॥ ২ ॥

৩ তৃতীয় । (নষ্টেমৃত ইত্যাদি) বচন দ্বারা বিধবা
বিবাহ উচিত বলিয়া বিদ্যাসাগর মহাশয় যে সিদ্ধান্ত স্থির
করিয়াছেন, তাহা অন্য । তদর্থে বিধবা সাধারণের অন্য
পতি করণাক্তা নহে কেবল বাগদত্তাকন্যার বিষয়ে পঞ্চাপৎ
নিশ্চয়করিয়া সকল ঐশ্বর্যকারেরা মীমাংসা করিয়াছেন; এবং
তদ্বিবাহ ও যে যুগান্তরীয় বিষয় ইহা সমস্ত সংগ্রহকার ও
ভাষ্যকার দিগের সিদ্ধান্তে স্থির হইয়াছে ॥ ৩ ॥

৪ চতুর্থঃ । (ঔরসঃক্ষেত্রজশৈবেত্যাদি) বচন প্রমাণে বিদ্যাসাগর যে বিবাহিতা বিধবা পুত্রের ঔরসস্থ প্রতিপন্ন করিয়াছেন সে অত্যন্ত অসঙ্গতঃ । কারণ ধর্মপত্নীর গর্ভজাত পুত্রভিন্ন ঔরস পুত্র বলা যায়না; প্রতিযুগে সংস্কার ভেদ ইচ্ছনা বরং প্রশস্তা প্রশস্ত ব্যবহার্য্য কি অব্যবহার্য্য ইহাই হইতে পারে অতএব ধর্মপত্নী কাহাকে বলে; তাহা সর্গশাস্ত্রেই উক্ত করিয়াছেন; কস্মিন কালেও কেহ কহিতে পারিবেন না যে বিধবাকে বিবাহ করিলে ধর্মপত্নী হয়।

ইত্যাদি বচন চতুর্থের প্রকৃতার্থ সংক্ষেপতঃ অনুক্রমণি কার প্রকাশ করিলাম; বিদ্যাসাগরের অন্যান্য জঘুক্তি সকল এইচর্মির প্রশ্নের উত্তরেই খণ্ডন হইয়া যাইবেক। ইদানীং তদ্বিচারে প্রবৃত্ত হইলাম মহামহিমেরা ক্রমশঃ নিম্নে দৃষ্টি করিলেই বৈধা বৈধ বিচার করিতে শক্ত হইবেন ॥

বিদ্যাসাগর মহাশয় স্বরূপ পুস্তকের চূড়ামণি স্বরূপ এই ইয়েকটি অক্ষরকে প্রশ্নভানে লিখিয়াছেন । যথা ।

“ বিধবা বিবাহ প্রচলিত হইয়া উচিত কি না ।..

উত্তর । বেদাদিশাস্ত্র; লোক লজ্জা; দ্রলোচিত ব্যবহার মাননস্তম; এবং ধর্মভয়ে ভীত যে নাইইবে সেই ব্যক্তিই এই জঘন্যকর্ম বিধবা বিবাহকে উচিত কর্ম বলিয়া জ্ঞান করিবেক। তন্নিম্ন যাঁদিগের হিতাহিত, ভদ্রাভদ্র; ধর্মী ধর্ম; বিধি নিষেধাদির পরিদেবনা আছে; তাঁহারা প্রাণান্ত হইলে ও কদাপি এ অভদ্রদায়ক কর্মকে ভদ্রবলিয়া গ্রাহ্য করিতে পারিবেন না।

অনন্তর উক্ত পুস্তকের ১ পৃষ্ঠায় ১ পংক্তি অবধি ৭ পংক্তি পর্য্যন্ত লিখিয়াছেন । যথা ।

“ বিধবা বিবাহের প্রথা প্রচলিত নাথাকাতো যে নানা অনিষ্ট ঘটতেছে ইহা এক্ষণে অনেকেরই বিলক্ষণ হৃদয়ঙ্গম হইয়াছে । অনেকেই স্বীয় স্বীয় বিধবা কন্যা ভগিনী প্রভৃতির পুনর্বিবাহ দিতে উদ্যত আছেন । অনেকে ততদূর পর্য্যন্ত যাইতে পারেন না কিন্তু এই ব্যবহার চলিত হওয়া নিতান্ত আবশ্যক হইয়া উঠিয়াছে এমত স্বীকার করিয়া থাকেন ॥ ”

এতলিপির উত্তর কি । কারণ; বাহারদিগের এতাদৃক্ শুভ কৰ্ম্মকে অবশ্যকর্ণীর জ্ঞান হইয়াছে; অর্থাৎ বিধবা কন্যা ভগিনী প্রভৃতির বিবাহ না দিলে আর কোনমতে ধর্ম্মরক্ষা হয়না; তাহাঁরদিগের এপথ দূরতর নহে বরং অতিনির্কট হইয়াছে শুভযাত্রা করিলেই পারেন; তৎপ্রতিরোধকে করিতেছে । যদি কেহ আপনার গলদেশে রজ্জু প্রদানে; বা; বিষাদিপানে আত্ম প্রাণকে নিতান্তই নষ্ট করিতে ইচ্ছা করে তাহাকে রক্ষা করিতে কে শক্ত হয় । অপর ২ পৃষ্ঠায় ৩ পংক্তিতে লেখেন । যথা ।

“ অনেকের এই ব্যগ্রতা দেখিয়া আমি এবিষয়ের তত্ত্বানুসন্ধানে প্রবৃত্ত হইয়া যতদূর পর্য্যন্ত কৃতকাঠ্য হইতে পারি যাছি সর্ব সাধারণের গোচ্যার্থে দেশের চলিত ভাষায় লিপি বদ্ধ করিয়া প্রচারিত করিলাম । ”

উত্তর । বিদ্যাসাগরের এ বিষয়ে যত্নের ঋণী নাই; যেহেতু বিধবা বিবাহ বিষয়ের তত্ত্বানুসন্ধান করিবার নিমিত্ত অনেক পরিশ্রম; অনেক সময় নষ্ট; অনেক অর্থব্যয় ও

করিয়াছেন এবং করিতেছেন ভাবী ও করিবেন; এতৎ শুভ্র
মুষ্ঠান জন্য এক্ষণকার বিশিষ্ট সমাজে সম্ভ্রান্তরূপে মান্য
এবং বিনাক্ষণ রূপ কৃতকার্য্যও হইয়াছেন । ইহাপরম আ
নন্দের বিষয়; যাহাহউক্ বিধবা বিবাহ প্রথা প্রচলিত হউ
ক্ বা নাহউক্; কিন্তু এতৎ শব্দ শ্রোত্ররসায়নবটে । হা; এম
ত শুভদায়ককালের শুভাগমনেই কি এ শুভানুষ্ঠান সম্পন্ন
হইবে; ইহা হইতে সুখের বিষয় আর কি আছে; যাহাতে
বিধবার পতি লাভ; অপুত্রকের পুত্রলাভ; অধনের ধন
লাভ; বরং এসকল হইতে বিধবার পতিলাভ হইলে এত
জগৎ সুশীতল হয়; করুণানিধান প্রধান পুরুষ মহাশয়
ভাল যুক্তি মাজাইয়া পুস্তকে লিপিবদ্ধ করিয়াছেন ।

অপর; উক্ত পুস্তকের ২ পৃষ্ঠায় ১৪ পংক্তি অবধি আর ও
লিখিয়াছেন; । যথা ।

“ বিধবা বিবাহ যদি কর্তব্য কর্ম নাহয় তাহা কোনক্রমেই
প্রচলিত হওয়া কর্তব্য নহে । কারণ কোন্ ধর্মপরায়ণ ব্যক্তি
অকর্তব্য কর্মের অনুষ্ঠানে প্রবৃত্ত হইবেন । অতএব ইহাকে
কর্তব্য কর্ম বলিয়া প্রতিপন্ন করা অতি আবশ্যক । কিন্তু
যদি যুক্তিগত অবলম্বন করিয়া ইহাকে কর্তব্য কর্ম বলিয়া
প্রতিপন্ন কর তাহাহইলে এতদেশীয় লোকেরা কখনই ইহা
কে কর্তব্য কর্ম বলিয়া স্বীকার করিবেন না । যদি শাস্ত্রে ক
র্তব্য কর্ম বলিয়া প্রতিপন্ন করা থাকে তবেই এতদেশীয়
লোকেরা কর্তব্য কর্ম বলিয়া স্বীকার করিতে ও তদনুসা
রে চলিতে পারেন । একপ এদেশে শাস্ত্রই সর্ব প্রধান প্রমাণ
এবং শাস্ত্র সম্মত কর্মই কর্তব্য কর্ম ॥ ১১ ॥

উত্তর। যখন বিধবা বিবাহ কর্তব্য কৰ্ম বলিয়া শাস্ত্র প্রমাণ করিলেন; তখন আর কেবল ব্যক্তিদ্বারা তাহাকে প্রতিপন্ন করিতে চাহিলে তাহার পক্ষে পাণ্ডিত্যের হানি অবশ্যই হইবে; এমনে এদেশে বিধবা বিবাহ শাস্ত্র বিচারের অপেক্ষায় রুহিল। যেহেতু এদেশের লোকেরা শাস্ত্রাঙ্কিত কেই বলবতী করিয়া মান্য করেন; (তাহার কারণ জ্ঞান;) অর্থাৎ জ্ঞানবান ব্যক্তিরাই শাস্ত্রমানেন তদন্য পঞ্চাঙ্গি মাত্রের শাস্ত্রজ্ঞান নাই। সুতরাং তাহারা যোনি বিচার কি অন্নবিচার ও স্পৃশ্যাস্পৃশ্য গম্যাগম্য কিছুই গম্য করিতে পারেনা। এদেশের লোকেরা শাস্ত্রবিহীন কৰ্ম কেই আদৃতরূপে গ্রহণ করিয়া থাকেন; কিন্তু কোন স্থানে শাস্ত্রমত্রেও লৌকিক ব্যবহারকে মান্য করিয়াছেন তাহার স্থান পশ্চাৎ দর্শয়িতব্য হইবে ॥

অপর তৃতীয় পৃষ্ঠায় ৪ পংক্তি অবধি লিখিয়াছেন; যথা।

“বিধবা বিবাহশাস্ত্র সম্মত অথবা শাস্ত্রবিরুদ্ধ এবিষয়ের শী মাংসায় প্রবৃত্ত হইলে অগ্রে ইহাই নিরূপণ করা আবশ্যিক যে শাস্ত্রের সম্মত হইলে বিধবা বিবাহ কর্তব্য কৰ্ম বলিয়া প্রতিপন্ন হইবেক সেশাস্ত্র কি। ব্যাকরণ কাব্য অলঙ্কার দর্শন প্রভৃতি শাস্ত্র একপ বিষয়ের শাস্ত্র নহে! ধর্মশাস্ত্র বলিয়া প্রসিদ্ধ শাস্ত্র সকলই একপ বিষয়ের শাস্ত্র বলিয়া নির্ণয় গোছ হইয়া থাকে। ধর্মশাস্ত্র তাহাকে বলে ব্যবস্ক্য সংহিতার প্রথমধ্যায়ে তাহার নিরূপণ আছে যথা মনুস্মৃতি ৥ ১১ ৥

উত্তর; এতদ্বিষয়ের কোন উত্তর নাই; যেহেতু; কেবল ক-

যেক খানি সংহিতা কে ধৃতকরিয়া তন্নির দর্শনাদিকে এত
দ্বিষয়ের শাস্ত্র নহে বলিয়া জানাইয়াছেন; কিন্তু জৈমিনি
মীমাংসা যে প্রধান ধর্মশাস্ত্র; তাহাতে সকল ধর্মের বিচার
করিয়াছেন; তাহাকে গ্রাহ্য না করিলেন কেন ইহার অভি
প্রায় বুঝা যায়না; ॥

অপর স্বরূতপুস্তকের চতুর্থ পৃষ্ঠায় ৮ পংক্তিতে এই অভি
প্রায়ে লিখিয়াছেন। যথা।

“একগে ইহা বিবেচনা করা আবশ্যক এই সমস্ত ধর্মশাস্ত্রে
যে সকল ধর্ম নিকপিত হইয়াছে সকল যুগেই সে সমুদায়
ধর্ম অবলম্বন করিয়া চলিতে হইবেক কিনা। মনুপ্রণীত
ধর্মশাস্ত্রের প্রথমাধ্যায়ে এবিষয়ের গীর্গীংসা আছে। যথা
অন্যেকতযুগে ধর্ম্যাস্ত্রেতায়াং দ্বাপরে পরে। অন্য
কলিযুগে নৃণাং যুগহুসানুকপতঃ ॥ ৫৮।

যুগানুসারে মনুষ্যের শক্তিহ্রাস হেতু সত্য যুগের ধর্ম অন্য
ত্রৈতাযুগের ধর্ম অন্য দ্বাপর যুগের ধর্ম অন্য কলিযুগের
ধর্ম অন্য ॥ ৫ পৃষ্ঠায় ২ পংক্তিতে।

পূর্ব পূর্ব যুগের ধর্ম অবলম্বন করিয়া চলিতে অক্ষম এক
গে এই জিজ্ঞাসা উপস্থিত হইতে পারে তবে কলিযুগের
লোকদিগকে কোন্ ধর্ম অবলম্বন করিয়া চলিতে হইবেক।

মনুপ্রণীত ধর্মশাস্ত্রে যুগে ২ ভিন্ন ভিন্ন ধর্ম এইমাত্র নির্দেশ
করা আছে ভিন্ন ভিন্ন যুগের ভিন্ন ভিন্ন ধর্ম নিকপণ করানাই ॥ ১

উত্তর। কোন্ যুক্তিকে অবলম্বন করিয়া সাহস পূর্বক ক-
ছেন যে মনুপ্রণীত ধর্মশাস্ত্রে ভিন্ন ভিন্ন অর্থাৎ সত্যাদি
কলি পর্যন্ত ভিন্ন ভিন্ন যুগের অনুষ্ঠেয় ধর্মের ভিন্নত্ব প্রদ-
র্শন করানুনাহি।

কলিতার্থ ধর্ম এক; সত্যোতে চতুঃপাদ পরিপূর্ণছিল যুগানুসারে ক্রমশঃ ধর্মের পাদ পাদ হ্রাস হইয়া কলিতে এক পাদাবশিষ্ট থাকিবে মনু কহিয়াছেন; অর্থাৎ ধর্মের নাশ নাই এবং প্রতিযুগে ধর্ম পৃথক ও নহে; শুদ্ধ সামর্থ্য হীনতা প্রযুক্ত মনুষ্যেরা সকল অঙ্গের অনুষ্ঠানে অক্ষম এই মাত্র; নচেৎ ত্রেতা দ্বাপর কলি প্রভৃতি যুগে সত্যযুগোদিত সম্যক ধর্মের অনুষ্ঠান করিতে নিষেধ আছে এমনত নহে। মনু সর্বজ্ঞ তৎপ্রণীত শাস্ত্রে যে কলিধর্মের নিরূপণ করা নাই তাহা তাহাঁকে কে কহিয়াছে। মনু বাক্যকে মান্য করিয়া পারাশর ধর্মের স্মরণ কালে বেদব্যাস প্রশ্ন করিয়াছিলেন। যথা (সর্বেধর্ম্যাক্রুতেজাতাঃ সর্বে মর্ত্যাকলৌ যুগে।) সকল ধর্ম ই সত্যোতে উৎপন্ন কলিতে নষ্ট হইবে। এতৎ বাক্যে প্রমাণ হইল যে মুনপ্রণীত ধর্ম ই চারি যুগে প্রচলিত আছে।

(অন্যেকৃতযুগে ধর্ম ইত্যাদি , মনুস্ত সৎহিতার একটি বচনকে ধৃতকরিয়াই কি বিমল যুগলায়তন নরন' দ্বয়কে মুদ্রিত করিয়াছিলেন; তৎপরে যে চতুঃযুগের ধর্ম মনু নিরূপণ করিয়াছেন তাহার প্রতি দৃষ্টিপাত ও করেন নাই।

তপঃ পরং কৃতযুগে ত্রেতায়াং জ্ঞানমুক্ত
মং । দ্বাপরে যজ্ঞমিত্যাহ দানমেকং
কলৌযুগে ॥ ইতি মনুঃ ।

সত্যযুগের ধর্ম তপস্যা; ত্রেতাযুগের ধর্ম জ্ঞান; দ্বাপর যুগের ধর্ম যজ্ঞ; কেবল এক দানই কলিযুগের ধর্ম । এই মনু বাক্য যুগ মাত্রেই গ্রাহ্য হইয়াছে; এবং কলিধর্ম কথ

যের প্রতিজ্ঞায় পরাশরও মনুর এই উচ্চিষ্ট চর্চণ করিয়া-
ছেন। ইহাও কি অবলোকন করেন নাই। যথা।

তপঃপরং কৃতযুগে ত্রেতায়াং জ্ঞানমুচ্য-
তে । দ্বাপরে যজ্ঞ-মিথুচ দানমেকং কলৌ
যুগে ॥ ইতি পারাশরং ।

সদ্যন্তপঃ; ত্রেতায় জ্ঞান; দ্বাপরে যজ্ঞ; কলিতে কেবল
দান মাত্র ধর্ম ।

এতদ্বাক্য প্রমাণে মনু ও তদুচ্চৈ পরাশরও যুগ সাধা-
রণধর্ম কহিয়াছেন; অতএব সকল কালেই মনুমান্য
নথন মনুর সকল কথাই পরাশর মান্যরূপে ধৃত করিয়া
আপনি ধন্য হইয়াছেন তখন নিশ্চয় হইল যে পারাশর
‘স্মৃতি মনু বিরোধিনী’ নহে; এবং উপরি উক্ত বচনে আ-
রও প্রমাণ হইল যে পরাশর কেবল কথিধর্ম কহিয়া-
ছেন সাধারণ যুগধর্ম কহেন নাই এমন নহে ।

অতএব মনু ও পরাশর বচনের ঐক্য বিষয় প্রতিতি নহি
হেছে; যে মনু ক্ত মানবধর্ম তাগাই সর্বযুগে প্রাচ্য; তাহা
সকলে আচরণ করিতে পারুক বা না পারুক সে কথা অতন্ত
প্রাসবতা স্বরং স্বায়ত্ত্ববনু সকলেরই নৃক্ষিকর্ত ও সমস্ত ধর্ম
র নিগেতা; তদুক্তিকেই সকল সুখিতা কারেরা মান্য করিয়া
হইয়াছেন; অধুনা পরাশর ও যে সর্বযুগে মনুগ্রাহ্য ইঙ্গ
শ্রীকার করিয়া কহিয়াছেন। যথা।

নকশিদ্বেদকর্তাচ বেদস্মর্তা চতুর্মুখঃ ।

তথৈবধর্মং স্মরতি মনুঃকল্পান্তরান্তরে ॥

ইতি পারাশরং ।

কোনবান্ধিত্বই বেদকর্তৃ নহেন অর্থাৎ বেদ নিত্য প্রসিদ্ধ; কেবল চতুর্ন্থ ব্রহ্ম বেদকে স্মরণ করেন । সেইরূপ অর্থাৎ যেমন ব্রহ্মাত্মক মনু ও কল্পে অর্থাৎ প্রতি মনুষ্য যুগাদিতে ধর্মকে স্মরণ করেন ।

এই পরাশরোক্তিতে মনুপ্রণীত ধর্মই সর্বযুগের ধর্ম তাহাতে কোন সংশয় রহিল না । তবে সত্যযুগের ধর্ম ভিন্ন ত্রেতাযুগের ধর্ম ভিন্ন; দ্বাপরযুগের ধর্ম ভিন্ন; কলিযুগের ধর্ম ভিন্ন; যে অভিপ্রায়ে সংহিতা কারেরা কহিয়াছেন সে অভিপ্রায় ও বিদ্যাসাগরের অভিপ্রায়ের ভিন্ন । কেননা প্রতিযুগে অন্য ধর্ম বলায় এক নূতন ধর্ম কল্প না করিতে হয়; তাহাই হইলে যুগানুসারে ধর্মের হ্রাসবলা ঘাইতে পারেনা । ইহা স্বীকার না করিয়া পৃথক ধর্মের এক রূপ নানিতে হয়; তাহাতে মন্বাদি স্মৃতির সহিত পারাশর সংহিতাকে এককালেই উচ্ছিন্ন পর্ষদে স্থান করাইতে হয় । পণ্ডিত মহাশয় হি এবিষয়ের অনুসন্ধান করেন নাই কেবল একান্ত চিন্তে বিধবা বিবাহকেই নিরন্তর ধ্যান করিতেছেন । তদুপক্রিতেই পারাশর স্মৃতি অসিদ্ধ হইয়া যায় এক্ষণে কোন্ প্রমাণে বিধবার বিবাহ দিবেন সেই শাস্ত্রের অনুসন্ধান কর ।

কিন্তু একে আপত্তি আনয়ন করিতে পারেন; যে যদি সকল যুগে এক ধর্ম মানা যায় তবে সংহিতা কারেরা প্রতিযুগের অন্য অন্য ধর্ম বলিয়াছেন সেই অন্য অন্য ধর্মকে কোন্ মুক্তিতে ব্রহ্মাকরী ঘাইতে পারে; তদর্থে মীমাংসা এই যে প্রতিযুগে যে ধর্মের ভিন্নতা দৃষ্ট হইতেছে সে ব্রহ্ম

ধর্মাক্ষের বিচ্যুতিমাত্র; অর্থাৎ ব্রাহ্মণকত্রির বৈশ্য শূদ্রা
দিরা নত্যাদিবশে যেকপ আচরণ করিয়া আসিয়াছেন; ক
লিতে তাহার কিছু হানি হইয়াছে; অর্থাৎ অনেকেই স্বজা
তীর ভিন্ন বিজাতীয় বৃত্তি গ্রহণ করিয়াছেন। নচেৎ পুরো
ক্ত সঙ্ক্যাবন্দনাদি ও সংস্কারাদি যে কলিতে করিতে হইবে
ক না এমনত নহে।

সুতরাং ঐশ্বর্য সমন্বয় দ্বারা বচনের স্বরূপাভিপ্রায় বোধ না
করিয়া অসদৃশ কন্মের ব্যবস্থাদিলে লোক সমাজে অব-
শ্যই দ্রবশ ঘোষণা হয়।

অতএব সকল যুগেই সকল স্মৃতিমান্য যদি ইহা সপ্রমাণ
হইল; তবে (কৃত্তেত্তমানবোধর্ম ইত্যাদি) শ্লোকের কি
গতি হইবে তন্মীমাংসা করিতে প্রবৃত্ত হইলাম ॥ ইতি
প্রথম প্রশ্নোত্তর সমাপ্তঃ।



২ দ্বিতীয় প্রশ্নোত্তর ॥

বিদ্যাসাগর কৃত পুস্তকের ৫ পৃষ্ঠায় ১৬ পংক্তিতে লিখিত
হইয়াছে। 'যথা

৬ কোন্ যুগে কোনধর্ম অখলন করিয়া চলিতে হইবেক
তাহার নির্ণয় হওয়া দুর্ঘট। কোন্ যুগে কোনধর্ম অবলম্বন
করিয়া চলিতে হইবেক কেবল পরাশর প্রণীত ধর্মশাস্ত্রেই
সে সমুদায়ের নিরূপণ আছে। পরাশর সংহিতার প্রথমঃ
খণ্ডে লিখিত আছে।

কৃত্ত মানবোধর্ম ত্রেতায়াং গোতমঃ স্মৃতঃ। দ্বাপরে
শাংখলিখিতঃ কলৌ পরাশরঃ স্মৃতঃ ॥

যন্ নিরূপিত ধর্ম সত্যযুগে ধর্ম, গোতম বিরূপিত ধর্ম

ত্রেতাযুগের ধর্ম; শংখ ও লিখিত নিকৃপিত ধর্ম; দ্বাপর
যুগের ধর্ম; পরাশর নিকৃপিত ধর্ম কলিযুগের ধর্ম !

অর্থাৎ ভগবান্ স্বায়ম্ভুব গনু যে সমস্ত ধর্ম নিরূপণ করিয়াছেন
সত্যযুগের লোকেরা সেইধর্ম অবলম্বন করিয়া চলিতেন ।

ভগবান্ গোতম যেসমস্তধর্ম নিরূপণ করিয়াছেন ত্রেতা
যুগের লোকেরা সেইধর্ম অবলম্বন করিয়া চলিতেন । ভগ

বান শংখ ও লিখিত যে সমস্ত ধর্ম নিরূপণ করিয়াছেন দ্বাপ
র যুগের লোকেরা সেইধর্ম অবলম্বন করিয়া চলিতেন আর

ভগবান্ পরাশর যে সমস্ত ধর্ম নিরূপণ করিয়াছেন কলি
যুগের লোকদিগকে সেই ধর্ম অবলম্বন করিয়া চলিতে হই

বেক ! অতএব স্পষ্ট প্রতীয়মান হইতেছে যে ভগবান্ পরা
শর কেবল কলিযুগের ধর্মমাত্র নিরূপণ করিয়াছেন এবং

কলিযুগের লোকদিগকে তাহার নিকৃপিত ধর্ম অবলম্বন
করিয়াই চলিতে হইবেক ! ১১,

উত্তর । এইবচনটি দৃষ্ট হইবাতে কত মিষ্টবোধে অ-
কাট্য জ্ঞানকরতঃ দৃঢ় প্রতিজ্ঞ হইয়া বল পূর্বক লিখিয়া-
ছেন; (কলিযুগের লোককে পরাশরোক্তি ধর্মই গ্রহণ
করিতে হইবেক ।) তাহাতে আমারদিগের ক্ষতি কি এবং
পরাশর প্রণীত ধর্মকে অগ্রাহ্যই বা কে করিতেছে; এবং
তন্মতেই বা এক্ষণে কে নাচলিতেছে; পণ্ডিত মহাশয় যে
অভিপ্রায়ে বক্তৃতা করিয়াছেন; পরাশর সংহিতার বচনের
মীমাংসা করিলে সে অভিপ্রায়ের ঘটনা হয়না ।

অর্থাৎ মহর্ষি পরাশর কেবল কলির ধর্ম কুহেন নাই উক্ত
গ্রন্থের সম্যক্ ভাগ দৃষ্টি করিলেই বোধ হইতে পারে ও
পরাশর সংহিতার প্রথমে কলির অবস্থা কহিয়া পঞ্চাং

যুগ সাধারণের ধর্ম কহিয়া গিয়াছেন; । যদিবল তাহার
প্রমাণ কি; অতএব তদ্বিচারে প্রবৃত্ত হইলাম ।

অন্যোক্ত যুগেধর্ম ইত্যাদি মনুবচনাৎ
প্রতিযুগং ধর্মস্যভিন্নত্বাবগতে কস্মিন
যুগে কোধর্ম ইত্যাকাংক্ষায়াং কৃতেন্ত মান-
বো ধর্ম ইতি মনুবচনমুপপদ্যতে । ইতি
তদ্বুরদশী ভিরমাদেয়ং ।

অন্যোক্ত যুগেধর্ম ইত্যাদি বচনে নোপ-
পদ্যমানাকাংক্ষায়াং তপঃপরং কৃতযুগে
ত্রেতায়াং জ্ঞানমুত্তমমিত্যাद्या ব্যবহিতো
স্তুর বচনেন পরাশরেণৈব নিরাকৃতত্বাৎ ॥

সত্যযুগের ধর্ম অন্য ইত্যাদি মনুবচন প্রাপ্তে ধর্মের
ভিন্নত্ব দশনে এমনত বোধ হয় যে প্রতিযুগের ধর্ম শাস্ত্রভিন্ন
অর্থাৎ যৌন যুগের কোন্ ধর্ম তাহার নিকৃপণ কি তদর্থ (ক-
ৃতেন্ত মানবোধর্ম ইত্যাদি) পরাশরীয় বচনেনুগানুসারে
ধর্ম শাস্ত্র ও ধর্ম নিকৃপিত হইয়াছে; অর্থাৎ সত্যযুগে কে-
বল মানবধর্ম; ত্রেতাযুগে কেবল গৌতনধর্ম; দ্বাপরযুগে
কেবল শাংখ্যলিখিত ধর্ম; কলিযুগে কেবল পরাশর ধর্ম;
বলিয়া যে সেই ধর্ম কেই গ্রাহ্য করিবেক এবং মন্বাদি স্মৃতি
শাস্ত্রোদিত ধর্ম কলিযুগের লোকেরা গ্রহণ করিবেন না এ
অসঙ্গতা কল্পনা ইহা দূরদশীদিগের গ্রহণীয় নহে। তাহা
হইলে (সত্য সত্যুরতোদ্রান্ত ত্রেতায়াং যজতে মধৈ রি-
ত্যাদি) সত্য যুগের লোকেরা দর্শন দা সত্য কথা কহিবেন;

ত্রেতাযুগে বজ্র, দ্বাপরযুগে সেবা; কলিযুগে ভেদ নাম সংকীর্ণ করিবেন ।

সুতরাং কেবল পারাশর ধর্ম কলির গ্রহণীয় হইলে এই সকল যুগধর্ম কথনের কোন অর্থ নিম্পত্তি হয়না । অর্থাৎ কলিতে সত্যাদি ভাষণ এককালেই অগ্রাহ্য হইয়া যায় । ইহা মূর্খের কহিতে পারে যে সত্যযুগের অনুষ্ঠানার্হ সত্য ধর্ম কলিতেও যাজ্ঞন করিতে পারে; যেহেতু কলি কালেও সত্যবাদীর প্রশংসা আছে । এবিধায় মানবধর্মচরণ করণ কলিতেও মুখ্য রহিল ।

অসংকল্পিত্ত্ব বিধায়; নব্যহিন্দুরা কেবল পারাশর ধর্ম কলিতে অগ্রাহ্য ইহাই স্থির করিতেছে । তাহার কারণ; অসংকল্প শীলরা মনেঃ স্থির করিয়াছে যে আমরা যেসকল কদম্ব্য কর্ম সমাচরণ করিয়া থাকি পরাশরের মতে ইহাকেই যদি কলির সনাতন ধর্ম বলিয়া প্রতিপন্ন করা যায় তবে আর কোনমতে অসংকার্য করিয়াও আমরা অধার্মিক হইবনা । সুতরাং পারাশর ধর্ম পারাশর ধর্ম বলিয়া মহাজ্ঞান স্থল করিয়া তুলিয়াছে; কলে পরাশরের মর্ম কেহই উপলব্ধি করিতে পারেন না ।

যেহেতু কৃত্তেত্ত মানবোধর্ম এই বচনের পক্ষে ও পরে পৃথকঃ যুগের আচরিত ধর্মের উক্তি করাতেই পারাশর কণ্ঠক নিরাকৃত হইয়াছে; অর্থাৎ পরাশর কেবল কলির ধর্ম কহিয়াছেন এমত নহে সকল যুগের ধর্মই কহিয়াছেন । যথা (তপঃপরং কৃত্তযুগে ত্রেতাং জ্ঞানমুচ্যতে । দ্বা

পারেষজ্ঞমিত্যুচুর্দানমেকং কলৌযুগে ।) সত্যযুগের ধর্ম তপস্যা; ত্রেতার জ্ঞান; দ্বাপরে যজ্ঞ; কলিযুগে কেবল দান ।

যখন মনু ও পরাশর প্রণীত উভয় সংহিতাতেই একরূপ ধর্ম যাজ্ঞনের অনুশাসন আছে; তখন মনু যে কলির ধর্ম কহেন নাই কেবল পরাশরই যে কলির ধর্ম ইহা নির্ণয় হইতে পারেনা ।

যদ্যপি ঐতদ্ভাক্য নাশুনিয়া পরাশরকেই কলির ধর্ম বল তবে মনুর সহিত পরাশরের অত্যন্ত বিরোধ হয়; তাহাতে কতি কি বলিলেও বলিতে পার; কিন্তু পরাশর যে চারিযুগের ধর্ম একবচনে নির্ণয় করিলেন; তন্নিমিত্ত যে তাঁর কলিধর্ম কথনের প্রতিজ্ঞায় অত্যন্ত দোষ স্পর্শ হইল এতদ্বিবেচনা করা কর্তব্য অর্থাৎ পরাশরের উচিত ছিলনা যে আপন উক্ত সংহিতায় কলির ধর্ম দানব্যতীত অন্য যুগত্রয়ের ধর্ম স্মরণ করেন । তদুপাং মনু গোতম শংখ লিখিত প্রভৃতি সত্য ত্রেতা দ্বাপরের ধর্ম বক্তারা শুদ্ধ আপন সংহিতায় তত্তৎ যুগোচিত তপস্যা; জ্ঞান যজ্ঞ ব্যতীত দান ধর্মোপদেশ না করেন ।

বিশেষতঃ দ্বাপরের ধর্ম কেবল যজ্ঞ; কিন্তু তদুযুগের ধর্ম বক্তা শংখ ও লিখিত তৎ সংহিতায় যজ্ঞের বিশেষ বিধান কিছুমাত্র করেন নাই; সুতরাং গ্রন্থ সমন্বয় করাতে স্পষ্টই প্রতীত হইল যে যুগ সাধারণেই স্মৃতি সাধারণের বচন চলিত আছে; এক্ষণে বিধবা বিবাহের অনুরোধে ঐযুগের ঐস্মৃতি; ঐযুগের ঐস্মৃতি নহে অন্যত কহিতে পারি না । তবে কোন স্মৃতিতে কোন ধর্ম ইঙ্গিতে কোন স্মৃতিতে স্পষ্ট

করিয়া কহিয়াছেন এই মাত্র ।

তাহার মধ্যে বিশেষমনু স্মৃতিই সর্বোপরি সর্বত্র মান্য
তাঁহার অনুশাসন চিরকালই সমান চলিতেছে এবং সক
ল সংহিতাকারেবাই মান্য করেন; যেহেতু বেদ সংহিতা-
তে মনু স্মৃতিকেই স্মৃতি বলিয়া কহিয়াছেন; । যথা

মনুর্বে যৎকিঞ্চিৎ দবত্তন্তেষজন্তেষজতায়্যা
ইতি ছান্দোগ্যং ।

ছান্দোগ্য্য ঋতিতে কহেন যে মনুষ্যেকিছু ধর্ম কহিয়াছে
মতাহাই মনুষ্যেরা ঐষধবৎ গ্রহণ করিবেক । অর্থাৎ মনু
বাক্যই পথ্য ইহা নিশ্চয় হইল; কারণ বেদ বাক্যে যুগ
ভেদ নাই অর্থাৎ সর্ব যুগে মনুগ্রাহ্য :

বৃহস্পতিরপ্যাহ । তাবৎশাস্ত্রাণিশোভন্তে
তর্ক ব্যাকরণানিচ । ধর্মার্থ মোক্ষোপদেশক
মনুর্ষাবল্লদৃশ্যতে ॥ ইতি বৃহস্পতিঃ ।

বৃহস্পতি কহিয়াছেন; যে তাবৎ তর্ক ব্যাকরণাদি শাস্ত্র
সকল শোভাপায় বাবৎ ধর্মার্থ মোক্ষোপদেশক মনু
প্রণীত শাস্ত্র দৃষ্ট নাই ।

অতএব পরাশরও আপনার উক্ত ধর্মের দৃঢ়তা নিমি
স্ত বহুস্থানে মনুরব্রবীৎ বলিয়া গিয়াছেন; অর্থাৎ
আমি কহিনাই মনু বলিয়া গিয়াছেন । ইত্যর্থে বিচার
নিদ্ধ হইল যে মনুবাক্য ব্রক্ষান করিয়া কোন্ যুগে কেহই
ধর্মস্থির রাখিতে পারেন না । পুরাণবিরোধে স্মৃতিমান্য ।
স্মৃতি বিরোধে ঋতিমান্য কিন্তু মনু স্মৃতির সহিত অন্য :

স্মৃতির বিরোধ হইলে মনুস্মৃতিই শাস্য হয় । যথা

মনর্থবিপরীতাস্মা স্মৃতির্নপ্রশস্যতে ॥০॥

ইত্যাদি ।

মনুর অর্থ বিপরীতা যে স্মৃতি সে অগ্রাহ্য; তবে (কুতেন্ত
মানবোধর্ম ইত্যাদি কলৌপারাশরঃ স্মৃতঃ ইত্যন্তঃ) এই
বচন কিরূপে রক্ষা পায়; তদ্বিষয়ের, মীমাংসা এই
যে (স্মৃতঃস্মরণ বিষয়ীভূতঃ।) অর্থাৎ সত্যে মনু প্রণীত
ধর্ম ত্রেতায় গোতম প্রণীত ধর্ম, দ্বাপরে শংখ লিখিত প্র-
ণীত ধর্ম; কলিতে পরাশর প্রণীত ধর্ম ও স্মরণ করিয়াছেন,
তন্নিযুক্ত পারাশরই যে কলির ধর্ম হইল ইহা স্থির সিদ্ধান্ত
নহে ।

অতএব সমস্ত শাস্ত্রের সমন্বয় করিয়া মনু শাস্ত্রের অবি-
রোধি ধর্মগ্রাহ্য তন্নিম্ন অগ্রাহ্য ইহাই স্থির হইল ।

এক্কেণে এমত সন্ধান করা কর্তব্য যে সর্বশ্রেষ্ঠ মনুশাস্ত্রে
বিধবা বিবাহের বিধি আছে কিনা; আর সর্ববেদজ মহ-
র্ষি পরাশর সংহিতোক্ত ধর্ম মনু বিরোধি বটে কিনা ।
যদি পরাশর ধর্ম মনু বিরোধি হয়; তবে তন্ন্যত গ্রহণ করা
কোনমতেই কর্তব্য কর্ম হয়না ।

এতদনুসন্ধানে এই স্থির সিদ্ধান্ত যে; মনুশাস্ত্রে কলিভিন্ন
অন্য যগত্রে আপদ্রম্মে সন্তান পরিক্ষয়ে বিধবাকে নিয়ো-
গ করিয়া ক্ষত্রিয়েরা সন্তানোৎপত্তি করিতে পারে । বিধ-
বার বিবাহের বিধি নাই; ইহা তৃতীয় প্রমোক্তরে দেখিতে
পাইবেন ।

একপা মনুবাক্যের প্রমাণে পরাশরধৃত (নষ্টে মৃত্তেবচন)
বিধবা বিবাহ বিষয় পর নহে, তাহা হইলে পরাশরোক্ত
স্মৃতির সহিত মনুর বিরোধ হয়; সুতরাং মনুর সহিত বিরোধ
হইলে উক্ত স্মৃতিই অগ্রাহ্য হইবে। ইহাও উক্ত প্রস্তোত্তরে
স্পষ্টীকৃত হইবেক।

পরাশর যে (কলৌ পরাশরঃস্মৃতঃ) কহিয়াছেন সে
প্রশংসাপর বাক্য। এমত প্রায়ই গ্রন্থকারেরা আপন গ্র-
ন্থের আধিক্য বর্ণনা করিয়া থাকেন। যথা।

কৃতেশ্চতুর্দিতোমার্গে জ্যেষ্ঠায়াং স্মৃতি
চোদিতঃ । দ্বাপরেতু পুরাণোক্তঃ কলাবাগ
ম সম্ভবঃ ॥ ইত্যাগম বচনং ॥

মতায়ুগে বেদোক্ত ধর্ম; ত্রেতাযুগে স্মৃত্যুক্তধর্ম; দ্বাপর-
যুগে পুরাণোক্ত ধর্ম; কলিযুগে আগমোক্ত ধর্ম। এতৎ
বাক্যকে প্রশংসাবোধনা করিলে; শিব উক্তিজন্য কলি
কালে আগমভিন্ন কোন স্মৃতিই গ্রাহ্য হইতে পারেনা;
যদি কুট্যুক্তি দ্বারা এবচনকে কলিমাত্র ধর্ম প্রমাণ কর;
তবে আগম বাক্যকে প্রতিপন্ন করিতে তৎপ্রতিপক্ষে
কেন অশক্ত হইবেন; অর্থাৎ শিবোক্তির প্রাধান্য জন্য
কলিতে স্মৃতি বাক্যের গ্রাহ্যতা নাই।

“ ধর্ম শব্দ স্বভাব বাচীহর; অতএব মহর্ষি পরাশর কলির
স্বভাব বস্তুনি করিয়াছেন; অর্থাৎ কলিযুগের ধর্ম যে অসৎ
তাহাই কহিয়া গিয়াছেন; ইহা পরাশর সংহিতার প্রথ
মাধ্যায়ের শ্লোকত্রয় দ্বারা প্রতিপন্ন করাইগেল দৃষ্টিপাত

মাত্রে সকলেরই বোধগম্য হইবে । যথা

অভিগম্য কৃতদানং ত্রেতাযুগে দীয়তে
দ্বাপরে যাচমানায় সেবয়া দীয়তে কলৌ ॥

ইতি পারাশরং ১ অং

পরাশর স্বয়ং কহিয়াছেন; যে সত্যযুগে গৃহীতার নিকট গিয়া দান করিবে । ত্রেতায় আত্মান পূর্বক স্বভবনে আনিয়া দান করিবে । দ্বাপরযুগে যাচঞা করিলে দান দিবে । কলিযুগে সেবা করিলে অর্থাৎ পরিশ্রমবেতন স্বরূপ দান দিবে ।

ইহা যদি যুগধর্ম অর্থাৎ যুগস্বভাব বর্ত্তনা বোধ না কর; তবে কলিতে কাহার নিকটে গিয়া বা কাহাকে আত্মান করিয়া; অথবা কেহ যাচঞা করিলে দান করা কর্ত্তব্য কর্ম হয়না; মতরাং যুগে মনুষ্যের এইরূপ স্বভাব হয় । এবং কলির ধর্ম যদি উৎকৃষ্টই হইত তবে পরাশরস্বামি তাহার অপকৃষ্ট ফল দর্শন করাই-তেন না । যথা

অভিগম্যোত্তমং দানমাহুতঞ্চৈব মধ্যমং ।

অধমং যাচ্যমানং স্যাৎ সেবাদামঞ্চ নিষ্ফলং ॥

ইতি পারাশরং ১ অং ॥

গৃহীতার নিকটে গিয়া যে সত্যযুগের দান সে উত্তম দান । ত্রেতাযুগে আত্মান পূর্বক মধ্যম দান । দ্বাপরযুগে যাচ-মান ব্যক্তিকে যে দান করে সে দান উপরোক্ত দান হইতে

অপকৃষ্ট দান । কলিতে সেবাকরিলে পরিশ্রম বেতন স্বরূপ
যেদান সেদান নিশ্চল ॥

ইহাতে স্মৃতিই বোধ হইতেছে যে কলির অপকৃষ্ট ফল ।
অতএব বিচক্ষণেরা বিবেচনা করিবেন যে কলির ধর্ম
হেয় কি না । আর পরাশরোক্ত কলির অংশিৎস্বভাব বর্ণনাকে
বিধিপরত্বে গ্রহণ করিলে সকল ধর্মই নষ্ট হয়; সাধুব্যক্তি
রা যদি ভ্রান্তিবশতঃ যুগধর্মানুসারে কদাচিৎ কোন কর্ম
করেন; তবে কলিধর্ম কথনের প্রকরণ মধ্যেই তাহাদিগের
প্রতি ঐ পাপের প্রায়শ্চিত্ত করিতে পরাশর আজ্ঞা করি-
য়াছেন । যথা

যুগেষু গেচ সামর্থ্য শেষং মূনিভি ভাবি
তং । পরাশরেণ চাপ্যক্তং প্রায়শ্চিত্তং
প্রধীয়তে ॥ ইতি পারাশরং । ১অঃ

যুগে যুগে মনুষ্যের সামর্থ্য হ্রাস হইবে ইহা মুনিগণ ক-
র্তৃক ভাবিত হইয়াছে; একারণ অবিধেয় কর্ম্যাচরণ করিলে
প্রায়শ্চিত্ত করিতে হইবে পরাশর বিধি দিয়াছেন ।

অর্থাৎ যুগানুসারে মনুষ্যদিগের শক্তি, ওজঃ, সাহস; বুদ্ধির
হ্রাস প্রযুক্ত যদি কেহ কালোক্ত কর্মকে সহজ সাধ্য জা-
নিয়া আচরণ করে; তবে সেই ব্যক্তি পরাশরের মতে অব-
শ্যই প্রায়শ্চিত্তার্থ হইবেকণ্ঠ নুতরাং ইহাতে এই ভাসমান
হইল যে পরাশর ভঙ্গীক্রমে কলিযুগের কর্ম যে অপকৃষ্ট
তাহাই জানাইয়াছেন; অতএব সেকল বাক্য বিধি পর-
ত্বে গৃহীত হয়না ।

অনন্তর। বিদ্যাসাগর, মহাশয় সকলের সংশয় ছেদনার্থ
স্বকৃত পুস্তির ৬ পৃষ্ঠায় ৯ পংক্তি অবধি লিখিয়াছেন।

“ পরাশর সংহিতার যেকপ আরম্ভ হইতেছে তাহাদেখিলে
কলিযুগের ধর্ম নিকপণই যে পরাশর সংহিতার উদ্দেশ্য
সেবিষয়ে সংশয় মাত্র থাকিতে পারেনা। যথা অথাতো হি
ন শৈলাগ্রে ইত্যাদি সূত্র স্কুলস্থ বিদ্যাঃ, দ্বিত্যন্তঃ,

উত্তর। বিদ্যাসাগর মহাশয় বক্তৃবন্ধের ন্যায় লিপি কৌ-
শলে সর্বসাধারণের দৃঢ় প্রত্যয়ার্থ পরাশর সংহিতার প্রথ-
ম শ্লোক অবধি অষ্টাদশ শ্লোক পর্যন্ত উক্ত সংহিতার
আরম্ভ প্রকার লিখিয়া প্রকাশ করিয়াছেন; তাহার উত্তর
দিবার বিশেষ প্রয়োজনাতাব।

অপর; ৯ পৃষ্ঠার ১ পংক্তি অবধি ১৩ পংক্তি পর্যন্ত এই
অভিপ্রায়ে লেখেন। যথা

“ পরাশরের দ্বিতীয় অধ্যায়ের আরম্ভে ও কলিধর্ম কথনে

র প্রতিজ্ঞা স্পষ্ট দৃষ্ট হইতেছে। যথা

অতঃ পরং গৃহস্থস্য ধর্মচারং কলৌযুগে। ধর্মং সাধা-
রণং শক্যং চান্তবর্ণ্য। অমাগতম্॥ সং প্রবক্ষ্যামহং
পূর্বং পরাশর বচোযথা।

অতঃ পরং গৃহস্থের কলিযুগে অনুষ্ঠেয় ধর্ম ও আচার বর্ণন
করিব। পূর্বের পরাশর যেকপ কহিয়া ছিলেন। তদনুসারে
চারিবর্ণের ও আশ্রমের অনুষ্ঠান ক্রম সাধারণ ধর্ম বলিব।
অর্থাৎ লোকে কলিযুগের যেসকল ধর্মের অনুষ্ঠান করিতে
পারিবেক একপ ধর্ম কহিব।

এই সমুদায় দেখিয়া পরাশর সংহিতা যে কলিযুগের ধর্ম

শাস্ত্র এবিধে আর কোন আশঙ্কি অথবা সংশয় করা যাইতে পারেনা ।;

উত্তর । এতলিপির অভিপ্রায়ে বিবেচনা করিলে পণ্ডিত মহাশয়ের বিশেষ চাতুর্য্যই প্রকাশ পায়; অর্থাৎ স্বরূপ লিপির ভঙ্গী হইয়াছে তাহাতে সামান্য লোকের বোধ অবশ্যই হইতে পারে যে পরাশর সংহিতাই কলিধর্মশাস্ত্র । অতএব ইহাই ঐযুগের মান্য এবং উক্ত সংহিতার প্রথমাধ্যায় অবধি দ্বাদশাধ্যায় পর্য্যন্তই বুঝি কেবল কলিধর্মের বর্ণনা আছে; সুতরাং চতুরের চাতুর্য্যই স্বরূপ বলিয়া অনেকের বোধগম্য হইয়াছে; এইহেতু পরাশর সংহিতার সকল অধ্যায়ে যে কলিধর্ম বর্ণনাই তাহা সর্ব সাধারণের উদ্বোধন জন্য লিপি প্রয়োগে রাখিত হইলাম । যথা

অতঃ পরাশর সংহিতায়াঃ প্রথমাধ্যায় দ্বিতীয়াধ্যায়য়োঃ সর্বং কলিশব্দ প্রয়োগেন সর্বধর্ম্যাঃ কৃতজ্ঞতাঃ সর্বেনক্টাঃ কলৌযুগে । চাত্তবর্ণ্য সমাচারং কিঞ্চিৎ সাধারণং বদ ইত্যনেন পৃষ্ঠব্য কলিধর্মস্য প্রথমাধ্যায়ে । অহমদৈব তদ্ধর্ম মনুষ্যতাবীমিবঃ । চাত্তবর্ণ্য সমাচারং শৃণুঃ মুনিপুঙ্কবাঃ । ইত্যনেন দ্বিতীয়াধ্যায়েচ । অতঃ পরং গৃহস্থ্য ধর্ম্যাচারং কলৌযুগে । ধর্ম্য সাধারণং শক্যং চাত্তবর্ণ্য শ্রমাগতং । ইত্যনেন চোপক্রম্য দ্বিতীয়াধ্যায়োপসংহারেচ । চতুর্থ মপি বর্ণনায় মেঘধর্মঃ

সনাতন ইত্যনেনোপসংহারেণ চ তত্রৈব প্রাচুর্যেণ
কলিধর্ম উক্তঃ পরাশরেণ তৃতীয়াধ্যায়াদৌ তু
কলিশব্দ স্যাক্রয়মাণত্বাৎ ভূত্বয়ি মরণাদিষু কলি
বিরুদ্ধ ধর্ম স্যোক্তত্বাচ্চ সত্যাদি যুগসাধারণ
ধর্ম এবোক্তঃ ইতি নামঞ্জস্যৎ ॥

পরাশর সংহিতায় ১ অধ্যায়ে ও দ্বিতীয়াধ্যায়ে পুনঃপুনঃ
কলিশব্দ প্রয়োগদ্বারা স্পষ্ট প্রতীয়মান হইতেছে যে উক্ত
সংহিতায় ১ প্রথম ও ২ দ্বিতীয় অধ্যায় পর্য্যন্ত ইবাহুল্যরূপ
কলিধর্ম ব্যক্ত হইয়াছে । অর্থাৎ বেদব্যাস প্রশংস করেন;
হেপিতঃ । সকল ধর্ম সত্যে উপর, কলিতে নষ্ট হইবে ।
অতএব চারিবর্ণের সাধারণ ধর্ম কিঞ্চিৎ বলুন ॥

এতৎ প্রশ্নানন্তর পরাশর যাহা কহিয়াছিলেন; তাহাই
অনুস্মরণ করতঃ বেদব্যাস ঋষিগণকে কহিতেছেন । যথা

অহমদ্যেব তদ্ধর্ম মনুস্মৃত্য ব্রুবীমিবঃ ।

চাত্তবর্ণ্য সমাচারং শৃণুধ্বং মুনিপুঙ্গবাঃ ॥

ইতি পরাশরং ।

হে ঋষয়ঃ । তোমাদিগের প্রাণে আমি সত্যযুগে মনুকর্তৃ
ক উক্ত যে সমস্ত ধর্ম; ত্রেতাযুগে গোতম উক্ত যে সমস্ত
ধর্ম দ্বাপরযুগে শংখাও লিখিত উক্ত যে সমস্ত ধর্ম এবং
কলিতে পরাশর উক্ত যে সমস্ত ধর্ম সেই সকল ধর্ম স্মরণ
করিয়া চারিবর্ণের আচার বলিতেছি তোমরা শ্রবণ কর
হ । এতৎবচনে পূর্বোক্ত স্মৃত শব্দ স্মরণার্থক তাহা স্পষ্ট
হইল । ইহাতে এমত সংশয় করা বাইতে পারেনা যে সত্য

যুগের লোকব্যতীত অন্যান্য যুগের লোকেরা মানব ধর্ম
যাজন করিবেন না।

অর্থাৎ মনুপ্রভৃতি ধর্মবক্তারা মন্ত্যত্রেতাঈদ্যাপর কলিযুগে
র অনুষ্ঠেয় ধর্ম পৃথক্ কহিয়াছেন এমন নহে; এই সকল
যুগে এক ২ জন এক ২ র্মশাস্ত্র প্রকাশ করিয়াছেন এই
মাত্র, নচেৎ (কলৌ)শব্দে কলির এমন বুঝায়না কিন্তু (কলি
তে) ইহাই স্পষ্ট বোধ হয় সুতরাং কলিতে পরাশর কহিয়া
ছেন ইহাই সুসঙ্গত।

অনন্তর দ্বিতীয়াধ্যায়ের প্রথমে লিখিয়াছেন। যথা।

অতঃপরং গৃহস্থস্য ধর্ম্মাচারং কলৌযুগে।

ধর্ম্মং সাধারণং শক্যং চাত্তবর্ণ্যাশ্রমগতং।

ইতি পারাশরং ২ অং।

অতঃপর কলিযুগের গৃহস্থদের ধর্ম ও আচার অর্থাৎ
স্বভাব ও রীতিনীতি ব্যবহার সাধারণ বলিব যাহা চারি
বর্ণের সমাধ্য হয়।

এই উপক্রম অর্থাৎ গ্রন্থের প্রকরণে কলিধর্ম্ম কথনের
প্রতিজ্ঞা করিয়া দ্বিতীয়াধ্যায় সম্যক্ কথনানন্তর অধ্যায়
সমাপ্তি কালে কলিধর্ম্ম কথনের উপসংহার অর্থাৎ আকাং
ক্ষার নিবৃত্তি করিয়াছেন। যথা।

ভবন্ত্যন্নায়ু য় স্তেবৈ পতন্তি নরকে চ।

চতুর্ণামপি বর্ণানাং মেঘ ধর্ম্মঃ সনাতনঃ ॥

ইতি পারাশরং ২ অং।

কলিধর্ম্মে অর্থাৎ কলি যুগানুগ ধর্ম্মের সমাচরণে

লোক সকল অস্পায়ু হইবেক ! এবং অবিরত পাপ কন্মের
সনাচরণ নিমিত্ত মরণান্তর নরকে পতিত হইবে । অতএব
কলিকালে চাত্তবস্ত্রের এই ধর্মই সনাতন । অর্থাৎ ইহারা
নিরন্তর পাপ কন্ম কেই ধর্ম বলিয়া গ্রহণ করিবে ।

পণ্ডিতেরাই বিবেচনা করিবেন যে এইলোক কলিধর্ম
কখনকপ প্রকরণের উপসংহার কি না ।

অনন্তর; পরাশর সংহিতার তৃতীয়াধ্যায় অবধি সাধারণ
যুগধর্ম কথনের প্রয়োজন বিধায় ভিন্নোপক্রম করেনাবধা

অতঃশুদ্ধিঃ প্রবক্ষ্যামি জননে মরণে তথা ।

দিনত্রয়েণ শুদ্ধান্তি ব্রাহ্মণা মৃতসূতকে ।

ক্ষত্রিয়ো দ্বাদশাহেন বৈশ্যঃ পঞ্চদশাহিকৈঃ ।

শূদ্রঃ শুদ্ধান্তি মাসেন পরাশর বচোবধা ॥

ইতি পারাশরং ৩ অং ।

অতঃপর জনন মরণের শুদ্ধি কহিব বেকপ পরাশর কহি-
য়াছেন অর্থাৎ তিনদিবসে ব্রাহ্মণেরা শুদ্ধ হইবেন ক্ষত্রিয়
দ্বাদশদিবসে; বৈশ্যপঞ্চদশ দিবসে শূদ্র একমাসে শুদ্ধ
হইবে ।

অতএব পরাশর সংহিতোক্ত বচন সকলের সমন্বয় করা
তে স্থির হইল যে পরাশর যুগসাধারণের ধর্মই কহিয়া-
ছেন; নচেৎ কেবল কলিধর্ম কহিলে ব্রাহ্মণের অশৌচসঙ্কে-
চ লিখিতেন না যেহেতু ব্রাহ্মণকে একালে তিনদিন অশৌচ
গ্রহণ করিতে দেখাযায়না । সুতরাং উক্ত সংহিতার প্রথম
ও দ্বিতীয় অধ্যায়পর্য্যন্তই কলিধর্ম বাহুল্যকথন । অনন্তর

তৃতীয়াধ্যায় অবধি দ্বাদশাধ্যায় পর্যন্ত যুগসাধারণের ধর্ম উক্ত হইয়াছে। যেহেতু তৃতীয়াধ্যায়াবধি আর কলিধর্ম অবশ্য হয় না। এবং গ্রন্থসমাপ্তেও আগি কলিধর্ম কহিলাম বলিয়া ও উপসংহার করেন নাই। অতএব ১২ অধ্যায় ভাগে অপরাধাধ্যায় সাধারণ যুগধর্ম অর্থাৎ কলিবিধর্ম বৈষ্ণবাদি মরণ অর্থাৎ উক্ত হইতে পতিত হইয়া কি অগ্নিপ্রবেশ দ্বারা মরণও অশ্বমেধ যজ্ঞ সত্যাদি যুগ প্রশস্ত সাধারণ ধর্ম ক্রমশঃ বিস্তারিত করিয়া কহিয়াছেন। ইহাতে আর কোন সংশয় বা আপত্তি করিতে পারিবেন না; বাদ করেন সে অনুপযুক্ত। সুতরাং চতুর্থাধ্যায়ের শ্লোককে বাহারা কলিধর্মের প্রমাণ করেন সে তাহাঁদিগেরই নিজপাণ্ডিত্য হ্রি হইল; কলিযুগেসকল ব্রাহ্মণেরই দশাশাশৌচ; কোন মতে অশৌচ সঙ্কোচ নাই। পুনরপি পরাশর উক্ত করিয়াছেন; যথা।

যজ্ঞেত বাশ্বমেধেন রাজাতু পৃথিবীপতিঃ।

ইতি পারাশরং ১২ অং।

পৃথিবীপতি রাজা অশ্বমেধ দ্বারা যজ্ঞ করিবেন ইহাও কলীতর ধর্ম।

এতদ্বিচারে নিশ্চয় হইল যে পরাশর সংহিতার প্রথম ও দ্বিতীয় অধ্যায় পর্যন্তই কলিধর্ম উক্ত হইয়াছে। যেহেতু কলীতর যুগের ধর্ম অশ্বমেধাদি যজ্ঞের অনুশাসনও পরাশর সংহিতায় দৃষ্ট হইতেছে ॥

অতএব পরাশর সংহিতার মতে সাধারণ যুগধর্ম অনুশাস

নের বখন প্রমাণ হইল তখন এই জিজ্ঞাসা করা যাইতে পারে; যে উক্ত পণ্ডিতমহাশয় প্রধানপণ্ডিত হইয়াকি পরাশর সংহিতার প্রকরণ কথনের উপক্রম ও উপসংহার প্রতি দৃষ্টিপাত করেন নাই; অর্থাৎ ঐহিকর্তারা যে প্রকরণ কহিবেন তাহার অগ্রেই উপক্রম করিয়া পশ্চাৎ উপসংহার দ্বারা আকাংক্ষার নিবৃত্তি করিয়া থাকেন।

অতএব যে পরাশর সংহিতার ১১২ অধ্যায়ে কলিধর্ম কথনের উপক্রম করিয়া দ্বিতীয়াধ্যায়ের শেষে কলিধর্ম কথনের উপসংহার করিয়া তৃতীয়াধ্যায়ের প্রথমাবধি দ্বাদশাধ্যায় পর্যন্ত সত্যাদি যুগ সাধারণের ধর্ম কহিয়া গিয়াছেন। সেই পরাশরসংহিতার চতুর্থাধ্যায়ে; কি; কলিরধর্ম। নুশাসন বলিয়া (নফেমূতে) বচনের অর্থে বিধবাবিবাহের বিধি হইতে পারে? যেখানে কলিশব্দের বাস্প ও নাই।

যদ্যপি সাগরের পরাশর সংহিতায় বিশেষ দৃষ্টি থাকিত; তবেকদাপি তাহার চতুর্থাধ্যায়ের প্রকরণ ভিন্নে উক্ত যে (নফেমূতে বচন) তদ্বারা উপস্থিত বিধবা বিবাহ বিষয়ক দ্রষ্টব্যকে প্রতিপন্ন করিতে কখনই পারিতেন না।

কলিতার্থপরশরাভিপ্রায়ে ঐ বচনমূতপাতিক বাদস্তা বিষয়ব্যতীত সংস্কৃত বিধবা বিবাহের বিষয় বলিয়া ধৃতকরা যায়না। তবে বিধবাদিগের সনাতন ধর্ম বিনাশের কারণ বাঁহাদিগের করুণা বক্রণালয় উৎখানিয়া উঠিয়াছে তাহাঁরাই বিধবাবিবাহের বিধি বলিয়া উক্ত বচনকে ধৃত করিতে পারেন।

বিশেষতঃ আর ও বিচার্য্য হইতে পারে; যে পরাশর সং-
হিতায় কি বিবাহ বিষয়ে কেবল বিধবা বিবাহই কহি-
য়াছেন; স্পষ্ট যে শিষ্ট সন্ন্যাস ব্রাহ্মাদি অষ্ট বিবাহ তা-
হাকে স্পষ্ট ও করেন নাই; যদি পরাশরের মতে চলাই
শ্রেয় হয়; তবে কলিতে পরাশরোক্ত বিধবাবিবাহ ভিন্ন
অন্য বিবাহ করাই মত হয়না। সুতরাং এইবিষয়ের বিচারে
পরাশর ধৃত (নষ্টেমৃত ইত্যাদি) বচন বাগ্দ্ভাববিষয়ই
স্পষ্ট হইল ।

এবং উক্তসংহিতার প্রথম অধ্যায়ে শুদ্ধ কলিযুগের স্বভাব
বর্ণন করিয়াছেন; তাহা দ্বিতীয় অধ্যায়ের শেষলোকে স্পষ্ট
করিয়া কহিয়াছেন : যথা (ভবন্তু প্যায়বন্তেবৈ পতিস্তি নর-
কে যুচ) কলিধর্মানুগামী ব্যক্তির অপ্যায় এবং মরণানন্তর
যোরতর নরকে পতিত হইবেক ।

অতএব যখন পরাশরোক্ত কলিধর্ম্ম যাজ্ঞনের একপ ফল
উক্ত হইয়াছে; তখন তাহা হেয় কি উপাদেয় ইহার বিচা-
র করা মল্লোক দিগের অবশ্য কর্তব্য ।

কূটযুক্তিকে পরিত্যাগ করিয়া পরাশরের এই স্বরূপ যু-
ক্তির প্রতি বুদ্ধিসংযোগ করিলে বোধহইতে পারে যে তদ-
ভিপ্রায়ের সহিত ঋতি স্মৃতি পুরাণেতিহাস; এবং হেনাদ্রি
কালনাথবীর; রত্নাকর; কামধেনু; কম্পতরু; বাচস্পতি
মিশ্র; শূলপাণি; জীমূতবাহুন; হনামুখ; মাধবাচার্য্য; বিজ্ঞা
নেশ্বরাচার্য্য; মেধাতিথি; গোবিন্দানন্দ; গোবিন্দরাজ; কু-
ল্লুকভট্ট; আধুনিকরঘুনন্দন ভট্টাচার্য্য প্রভৃতিকাহারওসহিত
বিরোধ জন্মেনা; শুদ্ধ বিরুদ্ধ মতাবলম্বীর নিপিন্দিবন্ধন কো-

শলে উক্তবচনকে বিধবা বিবাহ বিষয়ে ধৃত করিলেই সকল শাস্ত্রের সহিত বিরোধ উপস্থিত হয় এবং পরাশর সংহিতার ও সকল বচনের ঐক্য থাকেনা ইদানীন্তন কালে সুসভ্য পণ্ডিতদিগের নিকট প্রাচীন ২ গ্রন্থকার ও সংগ্রহকার এবং ভাষ্যকার মাধবাচার্য্য প্রভৃতির। এককালেই গওমুখ হইয়াছেন ॥

ইতি দ্বিতীয় প্রণোত্তর সমাপ্তঃ ।



তৃতীয় প্রণোত্তর ।

ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর ভট্টাচার্য্য মহাশয় স্বকৃত পুস্তকে র ৯ পৃষ্ঠার ১৪ পংক্তি অবধি লিখিয়াছেন । যথা ।

“এক্ষণে ইহা স্থির হইল যে পরাশর সংহিতাই কলিযুগের ধর্মশাস্ত্র ; অতঃপর অনুসন্ধান করা আবশ্যিক বিধবাঙ্গিণের বিষয়ে পরাশর সংহিতাতে কি ধর্ম নিরূপিত আছে । উক্ত গ্রন্থের চতুর্থাধ্যায়ে লিখিত আছে ।

নকৈমৃতে প্রব্রজিতে ক্লীবেচ পতিতে পতৌ । পঞ্চ
স্বাপংলু নারীগাং পভিরম্যো বিধীয়তে ! মৃতেভর্ষরি
যানারী ব্রহ্মচর্য্যে ব্যবহিতা । সামৃত্য লভতে স্বর্গং
ঐধাতে ব্রহ্মচারিণঃ । তিস্র কোট্যর্ধ কোটীচ বানি
লোগানি মানবে । তাবৎ কালং বসেৎ স্বর্গং তত্ভরিৎ
যানুগচ্ছতি !

স্বামী অনুচ্ছেদ হইলে মরিলে ক্লীবস্থির হইলে সংসারধর্ম পরিত্যাগ করিলে অথবা পতিত হইলে ঐদিগের পুনর্বিবাহ শাস্ত্র বিহিত । যেনারী স্বামীর মৃত্যু হইলে ব্রহ্মচর্য্য অবলম্বন করিয়া থাকে সে দেহান্তে স্বর্গলাভ করে । মৃত্যু

শরীরে যে সার্থ ত্রিকোটি লোক আছে যেনারী স্বামীর সহ
গমন করে তৎসমকাল স্বর্গে বাসকরে ।

পরশর কলিযুগে বিধবাদিগের পক্ষে তিনবিধ দিতেছেন ।

প্রথম বিবাহ দ্বিতীয় ব্রহ্মচর্য্য তৃতীয় সহগমন ॥

উত্তর; উক্তপণ্ডিত মহাশয়কে শত শতবার ধন্যবাদকরি
নিজমনোভিমত এতৎ বচনত্রয়ের অর্থকরির। পুস্তককে
ভাল সম্বাদিত করিয়াছেন ।

নষ্টেমূর্তে বচনে অনাপতি করিষে তদর্থে বিধবা বিবাহ
কিহুপে কহিতে শক্তহয়েন । যদিবলেন; বিবাহভিন্ন পতি
বলা যায় না অতএব অনাপতি বলাতেই বিবাহ বলা হই
য়াছে । উত্তর; বিবাহ ব্যতিরেকেও পতি বলা যায় । যজুপ
ব্যভিচারিণী স্ত্রীর পতি ভিন্ন অন্য নায়ককে উপপতি
বলে; তজুপ এখানেও এমত অর্থ করিলেও করিতে পারে
যে কলিরধর্ম্মে পরশর পঞ্চাপৎ কালে স্ত্রীলোকের ইন্দ্রিয়
বেগের শান্তিজন্য স্পষ্টরূপ অঙ্গদৃশপতি অর্থাৎ উপপতি
র বিধান করিবে । তখন পরশর ধর্ম্মবসিয়া শাসন
দিলেইবা ক্ষতিকি । ফলে এবিবাহেও তাই ঘটিতেছে ।

পতিশব্দে অনেক বুঝায় সেসকল অর্থের প্রয়োজন নাই
আমিও বিদ্যামারের অভিপ্রায় সিদ্ধ বচনের অর্থ স্বরূপ প্রমাণ
শ করিতেছি, এই নষ্টেমূর্তের অর্থে বিধবা বিবাহের বিধি
হয়না; তাহা নিম্নে শ্লোকোক্তিপ্রায় ব্যাখ্যার কালে বঙ্গ
করা যাইবেক । সংপ্রতি জিজ্ঞাসাকরি; যে ব্রহ্মচর্য্য অনু
গমনের সহিত কি বিধবার বিবাহ তুল্য ধর্ম্মহয়; ব্রহ্মচর্য্য

ও সহমরণ ধর্মকে কাম্য বলিয়াছেন; তদনুষ্ঠানে বিধ-
বার স্বর্গভোগ হয়; যদি তাহার তুল্যধর্ম বিধবার বি-
বাহ পরাশর মতে স্থির করা যায়; তবে তাহাকেও কাম্য
বলিতে হইবে। কাম্য হইলে পরাশর তাহার কলপ্রদ
র্শন কেন করাইলেন না। ইহা কাম বিচক্ষণেরই
গম্য নহে, অনুভব করি যে এঅভিপ্রায়ের এইফল
পণ্ডিত মহাশয় স্থিরকরিয়া থাকিবেন যে ব্রহ্মচর্য্য ও সহ
মরণে দেহান্তে স্বর্গভোগ হয়; বিবাহ করিলে বিধবারা ইহ
লোকে এতৎশরীরেই স্বর্গভোগ করিবার যোগ্য হইবেক
সুতরাং সাক্ষাৎ সুখের কাছে পারত্রিক সুখের গৌরব কি ?
কি, চমৎকারের বিষয়; মৃতপতিকার ব্রহ্মচর্য্য অনুমরণের
সহিত কি বিবাহ করার তুল্যধর্ম হয়? আর (নষ্টেমৃতে
প্রব্রজিতে ক্লীবৈচ পতিতে পতৌ ইত্যাদি) বচনে কি
সংস্কৃত বিধবাস্ত্রীর বিবাহ দেওয়ার শাস্ত্রজ্ঞাতেরক্ষা করা
হয়?। ভিন্নাধিকারের অনুশাসক বচন লইয়া ভিন্ন
ধর্ম যাজন করায় অর্থাৎ বাগদত্ত বিষয়ক বচন লই-
য়া বিধবা বিবাহ স্থির করিলে দুরূহ দৃষ্টান্তে;।

যদি ঐ নষ্টেমৃতে বচন লইয়া নিতান্তই বিধবা বিবাহের
বিধিকরিতে চাহেন; তবে অন্যান্য পণ্ডিতেরা পতিশকে
রক্ষাকর্তা বলিতে নাপারিবেন কেন। অথবা অন্য (পতি
রন্যোহবিধীয়তে) এমনও কহির্ঘেন অর্থাৎ একপ পঞ্চা-
পং হইলেও স্ত্রীলোকের অন্যপতি অবিধেয় হইবে।
কিন্তু আমি এসকল অর্থকরিয়া উত্তর দিতে ইচ্ছুক নহি; বিদ্যা
দাগর বাহা লিখিয়াছেন তন্মতস্থির রাখিয়া উক্ত বচনের

বিষয় ভিন্ন দর্শন করাইতেছি। যেহেতু স্বকপোত্তর প্রদান দ্বারা প্রতিবাদীকে নিরস্ত করিয়া দেশের হিত এবং ধর্মকে হ্রির রাখা উচিত।

বিচক্ষণ দিগের পুরতঃ আরও এক উপায়দয় ধর্ম প্রকাশ করিয়া লিখিতেছি; সর্বশাস্ত্রে কহে এবং সকলেই জানেন যে কঠিন কর্ম সহগম্য; তদশস্ত্রে ব্রহ্মচর্য্য। কিন্তু বিদ্যাসাগর মহাশয় পারাশরমত বলিয়া বিধবার তিনধর্ম জানাইয়াছেন; অর্থাৎ প্রথম বিধবার বিবাহ; দ্বিতীয় ব্রহ্মচর্য্য তৃতীয় সহমরণ;। সুতরাং এযুক্তিতে সুন্দর বোধ হইতেছে যে বিধবার পক্ষে ব্রহ্মচর্য্য সহমরণাপেক্ষা বিবাহই কঠিন সাধ্য। অর্থাৎ বিবাহ করিতে অশক্ত হইলে ব্রহ্মচর্য্য তদশস্ত্রে অনমৃত। হইবেক; এই বিদ্যাসাগরীর যুক্তিতে কন্যায়ুগে শক্তি হ্রাস প্রযুক্ত কঠিন কর্ম সাধনে অক্ষমতা বিধবার বিধবার বিবাহ নাকরাই শ্রেয় হইয়া উঠিল; সহজকর্মসহরণ তাহা রাজ্য নিবারণ করিয়াছেন; সুতরাং নিকট পক্ষে ব্রহ্মচর্য্যই হ্রির হইল কি না; ইহা বিবেচনা করুন।

এতদ্বিষয়ে মেরানন নাহইয়া থাকাবারন; পণ্ডিত মহাশয়ের পক্ষে আরবারি কি পারাশর শাস্ত্রে বিদ্যা। অবশ্যই ছিল ইহা অনুভব নিক হইতেছে, যেহেতু তৎসংস্কার বশতঃ বিলোনা বর্তে যুক্তিকে ধাবমান করিয়াছেন। পুরুষ ন্যাক্ষ সজন বস্তুই তাজ্য শুদ্ধ বিদ্যাই প্রতিজ্ঞায় সক্ষে দমন করেন।

যাহউক বিধবা বিবাহ যে অবিধেয় তৎ প্রমাণার্থে বিদ্যা।

সাগরম হ' শয়ের বুদ্ধিকেই বলবতী করিয়া লওয়া গেল ।
তৎকৃত পুস্তকের ১৯ পৃষ্ঠায় ৬ পংক্তিতে ব্যাসসংহিতার
প্রমাণযুক্ত করিয়াছেন; যথা ।

“ঋতি স্মৃতি পুরাণানাং বিরোধোযত্র দৃশ্যতে তত্র শ্রোতং
প্রমাণত্ব তস্মৈর্ধে স্মৃতিবরা ॥

যেহলে বেদ স্মৃতি ও পুরাণের পরস্পর বিরোধ দৃষ্ট হই
বেক তথায় বেদই প্রমাণ আর স্মৃতি ও পুরাণের পরস্পর
বিরোধ হইলে স্মৃতিই প্রমাণ ॥..

ইহাতে বিরুদ্ধ পক্ষীয়েরা কোন আপত্তি করিতে পারি
বেন না; অর্থাৎ বেদ প্রমাণ হইলে তাঁহারদিগকে অবশ্য
গ্রাহ্য করিতে হইবে যেহেতু বেদের প্রমাণ বলবৎ ইহা
বিদ্যাসাগরই স্বীকার করিয়াছেন; এতন্নিমিত্ত তৈত্তিরীয় য
জুঃ সংহিতার ষষ্ঠকাণ্ডে ষষ্ঠপ্রপাঠকে চতুর্থানুবাকে তৃতীয়
কণ্ডিকাতে শ্রীলোকের দ্বিতীয় বিবাহের নিষেধ দৃষ্টকরা
ইতেছি । যথা :

যংকাময়েত স্ত্র্যস্য জারেতে ত্যাপান্তে তস্য
ব্যতিষজেৎ স্ত্র্যেবাস্য জায়তে । যংকাময়েত
পুমানস্য জারেতে ত্যাপান্তে তস্য প্রবেষ্ট
য়েৎ পুমানেবাস্য জায়তে ॥

যদেকস্মিন্ যুগেদ্বৈরশনে পরিব্যয়তি ।
তস্মাদেকোদ্বৈজায়ে বিন্দতে । যনৈকা ৩ র
শনাং দ্বয়ো যুগয়োঃ পরিব্যয়তি । তস্মা-
নৈকা দ্বৈপতী বিন্দতে ।

যজুঃসংহিতায়াং ।

লৌকিক দৃষ্টিতে নৈকস্মিন্মগ্নিষ্ঠে রশনাং হয় বেটন মগ্নিষ্ঠ হয়ে একরশনা বেটন নিষেধ দ্বারা পুরুষস্য বিবাহদ্বয় বিধিঃ । স্ত্রীয়া বিবাহদ্বয় নিষেধ স্তুবিদধঃ একস্মিন্মগ্নুপে রশনাং হয় বেটনং বিধিতে । যদেকস্মিন্মগ্নুপে দ্বৈরশনে পরিব্যয়তি তস্মাদেকো দ্বৈতঃ । যৈবিকো রশনাং দ্বয়ো যুগ্ময়োঃ পরিব্যয়তি তস্মা মৈব দ্বৌপতী বিন্দতইতি । বিদ্যারণ্যভাষ্যঃ

অসম্যর্থঃ । যন্ত্রে একসূপে দুই রশনা অর্থাৎ রজ্জু বেটন করিতে পারে । কিন্তু একরশনা যুগ্মদ্বয়কে বেটন করিতে পারেনা । ইহা বেদে সম্প্রদায়াক্তা করিয়াছেন । একারণ লোকে এক পুরুষ বিবাহদ্বয় করিতে পারিবে একস্ত্রীর বিবাহদ্বয় হইতে পারেনা ; ১ অর্থাৎ স্ত্রীলোকের পুনঃ ২ বিবাহ নিষেধঃ করিয়াছেন ।

বিদ্যারণ্য স্বামী যাক্ষ; উর্ণনাভ; শাকপুণি প্রভৃতি নিক্ত ক্তকার ঋষিদিগের অভিপ্রায় জানিয়া উক্ত বেদার্থে নিশ্চয় করিয়াছেন; যে স্ত্রীলোকের পুনর্বার বিবাহ বিধি বেদে নাই; পুরুষের আছে; এতন্নিমিত্ত চিরকালপর্যন্ত বেদ প্রণীত শ্রোত চলিয়া আসিতেছে এবং তৎপ্রথার অনুসারে পুরুষের স্ত্রীবিয়োগ হইলে দ্বিতীয়বার বিবাহ হয়; স্ত্রীলোকের বিবাহ দ্বিতীয়বার বেদ বিরুদ্ধ বলিয়া নৃষ্টির প্রথমাবধি নহমরণ ও ব্রহ্মচর্য্য করণের বিধি স্থির রাখিয়াছে । এবিধার বেদান্তমতে বিধবার পুনর্বিবাহ করণ নিষেধ হইল ।

স্বল্পবুদ্ধিজনে এমনত যুক্তি করিতেও পারে যে স্ত্রীলোকে পতি বিদ্যমান্নে দ্বিতীয় পতি করিতে পারিবেনা, পতি মঃ

রিলে বিবাহ করিতে পারিবে। ইহা যুক্তিসিদ্ধ নহে। যেহেতু
ত বেদে যখন স্ত্রীলোকের বিবাহদ্বয় নিষেধ করিয়াছেন,
তখন কোনক্রমেই বিবাহ করিতে পারেন, বেদে যেমন
পুরুষের বিবাহদ্বয় বিধি দিয়াছেন, সেইরূপ মৃতপতিকার
বিবাহ হইতে পারে বলিয়া বিধি নাদিলেন কেন অতএব
পতির অর্হ শরীর পত্নী বলিয়া উপনিষদে উক্ত করায় জী
বৎ পি মৃত পতিকারবিবাহ এককালীননিবিদ্ধহইয়াছে।

সুতরাং বেদাভিপ্রায়ের এক্য বিধায় মনু এবং অন্যান্য
স্মৃতি সাধারণ ও পুরাণেতিহাস প্রভৃতিতে বিধবা বিবাহ
নিষেধ করিয়াছেন; এখানে বিদ্যাসাগরের মত গ্রহণ
করিলেই পরাশর সংহিতাকে একাকিনী হইয়া থাকিতে
হয়; বেদ বিরোধিনী বলিয়া তাহাকে সকলেই ঘৃণা করি-
বে। অতএব এই যুক্তি সিদ্ধ করিতে হইবে যে পরাশর
সংহিতার ঐ শ্লোকে বিধবা বিবাহের বিধি নহে।

এবিধায় নীমাংসায় নিশ্চয় হইল যে বেদবাহ্য বিধবা বি-
বাহ। সুতরাং বেদবাহ্য হুড্ডীপ, বেণুজীবী; মৎস্যঘাতী
কিরত্য; ম্লচ্ছ যবনাদিরা বিধবা বিবাহকে বিধিকরিয়া
নহইয়াছে; সল্লোকের মধ্যে তাহা গ্রাহ্য কেন হইবে। যদি
কেহ ইচ্ছা পূর্বক আপনাকে ইতর করিতে ইচ্ছুক হয়;
তবে সেব্যক্তি বিধবার বিবাহ দিতে পারে তাহাকে শাস্ত্র
প্রমাণ দ্বারা নিবারণ করিতে পারিষাধিন।

বাহ্যহুড্ডক; এক্ষণে মন্বাদি স্মৃতি ও পুরাণেতিহাস
বেদের অবিরোধি সপ্রমাণ হওয়াতে সভ্য লোকের
দিগের অনুসন্ধান করা উচিত যে মন্বাদি শাস্ত্রে বিধবা বি

বাহের বিষয়ে কিঞ্চিপ অনুশাসন আছে। যথা

সকৃৎশো নিপততি সকৃৎ কন্যা প্রদী
য়তে। সকৃদেব দদানীতি ত্রীণ্যেতানি
সত্যং সকৃৎ ॥ ইতিমন্ ৯ অং।

সাধুদিগের অর্থাৎ সদ্ধ্যক্তি দিগের তিনকারণ একবার দ্বি
তীয় বার নাই। অর্থাৎ বিত্ত বিভাগ একবার; কন্যাদান
একবার; দাতৃত্বব্যাপ্য একবার; দ্বিতীয়বার হইলে সদ্ধর্ম
রক্ষাপায়ন।

অন্যশব্দ ইতরজাতিতে বর্ত্তে অর্থাৎ স্বেচ্ছ যবন হাড়ি
ডম প্রভৃতি ইহারা সকল প্রীতি প্রায় পতি মরণে দ্বি
তীয়বার বিবাহ দিয়া থাকে। তথাহি।

নোদ্বাহিকেষু মন্ত্ৰেষু নিরোগঃ কীর্ত্যতে
কুচিৎ। নবিবাহ বিধাবুক্তং বিধবা বে
দনং পুনঃ ॥ ইতিমন্ ৯ অং।

উদ্ধাঙ্গিক মন্ত্ৰেতে কোথাও নিরোগ কহেন নাই; এবং বি
বাহ বিধিতে ও উক্ত করেন নাই যে বিধবার বিবাহ পুন
রবার দিবে ॥

কোথাও উক্ত হয় নাই; ইত্যর্থঃ দ্রল্ল কভট্ট (কচিৎ বেদশা
খায়াং) অর্থাৎ কোন বেদশাখায় বিধবাবিবাহ দৃষ্ট হয়
না; সুতরাং মনু বেদার্থ দেখিয়া বিধবা বিবাহ নিষেধ করি
য়াছেন। তদৃষ্টান্ত জন্য উপরিভাগে বেদপ্রমাণ দৃষ্ট করান
গিয়াছে ॥ তথাহি।

পাণিগ্রাহস্য সাধ্বীস্ত্রী জীবতো বা মৃতস্যবা

পতিলোক অভিপ্সন্তী নাচরেৎ কিঞ্চিদ
প্রিয়ং । ১৫৬ । ইতিমনু ৫ অং

মৃতস্যাপ্রিয়ং ব্যতিচারেণেতি কুল্লুক ভট্টঃ । ১৫৬ ॥

যেস্ত্রী পতিলোক অর্থাৎ ব্রহ্মলোক প্রাপ্তীচ্ছাকরেন; সেই
স্ত্রী পাণিগ্রাহ পতির জীবিত বা মরণে কিঞ্চিন্নাত্র ও অ-
প্রিয় কার্য্য করেন না । ১৫৬ ।

যদি বল জীবিত কালে প্রিয়া প্রিয় বিচার মরণামন্তর কি
সম্পর্ক; তৎকালে প্রিয়া প্রিয় কি । ? ।

উত্তর; মৃতপতির অপ্রিয়কার্য্য ব্যতিচারে হয়; ব্যতিচার
পদে ভর্ত্তান্তরের পাণিগ্রহণ; অল্পকভট্ট ব্যাখ্যা করিয়াছেন
যেস্থলে স্ত্রীলোকে রক্ষণরক্ষার প্রতি একপ শাসন; সেস্থলে
একবার বিবাহ হইয়াছে যেস্ত্রীর; তাহার বৈধব্য হই-
লে কি পুনরবার বিবাহ দিবার বিধি শাস্ত্রসিদ্ধ হইতে পারে
তাব বিদ্যাসাগরীয় নতে স্বৈরাচার বিধি উক্ত হইলেও
শোভাপায়; নচেৎ সে বিবাহকে শাস্ত্রীয় বলিয়া লোন বি-
চক্ষেই গ্রাহ্য করিবেন না ॥ তথাহি মনুঃ ॥

নব্বিতীয়শ্চ সাধ্বীনাং কুচিৎভর্তে । প দিশ্য
তে ইত্যাদি ।

সাধ্বী অর্থাৎ স্ত্রীদিগের কোথাও অর্থাৎ কোন বেদেও দ্বি-
তীয় ভর্ত্তাকরিতে উপদেশ করেন নাই ॥

কেবল আপদ্ধর্ম্মে ক্ষত্রিয়দিগের পক্ষে নিয়োগের বিধি
আছে; এবং তাহাতে এক সম্রাট ভপতির। সম্মান নিমিত্ত
নিয়োগ করিলও হের হইতেন না । যথা

সর্বস্ব রাজবৃত্তস্য শস্যতে পদবন্দনং ।

পুনর্ভূকরণেরাজ্যং নৃপকানীন এবচ । ৩০ ।

ইত্যুশনাঃ ।

পুনর্ভূকরণেও কানীন পুনর্ভূকরণে সম্রাট রা-দিগের দো-
ষনাই; অর্থাৎ রাজ্যচা-এনকল প্রশস্ত ভাষাতে ও রাজ্য-
র পদকে সকলে বন্দনাকরে ॥ তথাহি ॥

দেবরাজা নাপিগুণা দ্বিরাসমাক নিযুক্তয়া ।

প্রজেন্সিতাধিগন্তব্য সন্তানক পরিষ্করে ।

ইতিমনুঃ ॥

কেবল আপদার্থ অর্থাৎ দন্তানের পরিস্কারে ক্ষত্রিয় জা-
তির মধ্যে স্বাধীন রাজার বংশরক্ষার্থ পতি কি গুরুতর
বস্তুর আজ্ঞায় নিযুক্ত হইয়া দেবর বা জাতি হইতে এ
পুত্র উৎপাদন করিতে পারে; । বথা

বিধবারাং নিযুক্তস্ত বৃত্তান্তো বাগ্‌যতো

নিশি । একমুৎপাদয়েৎ পুত্রং নদ্বিতীয়ং

কথঞ্চন । ইতিমনুঃ ৯ অং ॥

রাত্রিকালে মৌনাবস্থী ৭ ঘটান্তান্ত পুরুষ বিধবাতে
নিযুক্ত হইয়া একপুত্র উৎপাদন করিতে পারে, দ্বিতীয়বার
তাহার আর দ্বিতীয় পুত্র উৎপত্তি করিতে পারে না ।
যেহেতু শাস্ত্রের আজ্ঞায় এক সন্তানোৎপত্তির পর পিতাও
কন্যার ন্যায় ব্যবহার করিবে কিন্তু ইহাও কনিত্তে নিষেধ

আছে; কারণ কলিতে কেন্দ্রজ পৌনর্ভব কানীন পুঞ্জের বিধি নাই। যেহেতু একপ নিয়োগের নিষেধ হইল সেহেতু সংস্কৃত বিধবার বিবাহ কোন মতেই সম্ভব হয়না।

অতএব পরাশরোক্ত ভিন্ন প্রকরণীয় এক (নষ্টে মৃত্তে) বচন লইয়া তাহার অভিপ্রায়ান্তর ব্যাখ্যার বিধবা বিবাহকে পরাশরোক্ত বলিয়া দ্রুত্বদ্বারা মহর্ষি পরাশরের নামে কেন নিরর্থক বল করেন।

পারাশর সংহিতার সহিত বেদ কি পুরাণ ও ইতিহাস বা অন্যান্য সংহিতাদি বাক্যের অনৈক্য নাই। কেবল স্বার্থ সাধন তৎ পরতা প্রযুক্ত বিদ্যালাগর মহাশয়ই স্বীরাভিপ্রা যপ্রকাশের জন্য সকল শাস্ত্রের অনৈক্য করিয়া দিতেছেন। এক্ষণে এসকল দ্রুত্ব বাক্যের বিরাম করিলেই দেশের পরম কল্যাণ হয় ॥

এতৎ পুস্তক দৃষ্টে নব্যহিন্দু মহাশয়েরা একপ আপত্তি করিতে অবশ্যই পারেন; যে বদ্যপি বেদভ্রুতি পুরাণ ইতিহাস সংহিতাদ্বারা বিধবার পুনর্বার বিবাহ নিতান্তই নিষিদ্ধ হইল তবে পরাশরোক্ত (নষ্টে মৃত্তে প্রব্রজিতে ইত্যাদি) বচন কোন বিষয়কে অবলম্বন করিয়া থাকিবে।

উত্তর। ইহা অবশ্যই আলোচ্য বটে এতদ্বিবেচনার তদ্বিষয় প্রদর্শন করাইতে বাধিত হইলাম পণ্ডিত গণে পক্ষ পাত শূন্য হইয়া মতার্থ বিচার করিবেন। যথা

নষ্টে মৃত্তে প্রব্রজিতে ক্লীবেচ পতিতে প

তৌ । পঞ্চস্থাপৎসু নারীণাং পতিরন্যো
বিধীয়তে ॥ ইতি পারাশরং ৪ অং ।

পতি অনুদ্দেশ হইলে বা মরিলে ও সংসার ধর্ম পরিত্যাগ করিলে বা ক্লীব হইলে অথবা পতিত হইলে স্ত্রীদিগের অন্যপতি বিধান করিবে ।

এবচনে সংস্কৃত বিধবার বিবাহ দিতে পরাশর আজ্ঞা করেন নাই, যেহেতু পূর্বোক্ত বেদ প্রমাণে এবং মন্বাদি স্মৃতি প্রমাণে যখন স্ত্রীলোকদিগের দ্বিতীয়বার বিবাহ দিতে নিষেধ করিয়াছেন, তখন সর্ববেদজ্ঞ পরাশর যে বেদ বিরুদ্ধ অনুশাসন করিয়াছেন এমত যুক্তির সঙ্গতি হইতে পারেনা ।

কারণ, (ঋতি স্মৃতি পুরাণানামিতি) যেস্থলে বেদস্মৃতি পুরাণের বিরোধ দেখা যায়, সেস্থলে বেদই প্রমাণ । স্মৃতি পুরাণ বিরোধে স্মৃতিই প্রমাণ । এবং উভয়স্মৃতি বিরোধে মনুই প্রমাণ । যথা (মনুর্থ বিপরীতা যা সাস্মৃতি ন প্রশস্যতে ইত্যাদি । অর্থাৎ মনুবাক্যের বিপরীতা যে স্মৃতি সে অপ্রামাণ্য, একপ স্মৃতি বাক্য সত্ত্বে কদাপি পরাশর মনু বিরোধিনী অযুক্তাজ্ঞা করিতে পারেন না ।

এস্থলে বক্তব্য এই যে যদি পরাশরোক্ত (নষ্টে মৃতে) বচনে বিধবার বিবাহের বিধিকে প্রতিপন্ন কর তবে বেদের সহিত বিরোধ উপস্থিত হয়, তাহা হইলে বেদের ঋতি কি শুদ্ধ আপনার মুক্তিভে বিদ্যাসাগরকেই পরাভূত হইতে হয়; যেহেতু তিনিই বেদের প্রমাণকে বলবৎ বলিয়া গ্রহণ করিয়াছেন, অতএব বেদবিরোধিনী বলিয়া পরাশর

স্মৃতিই অগ্রাহ্য হইয়া যায়, সুতরাং তৎসাহইলে (নষ্টে-
নূতের) অর্থে তাহাঁর উদ্দেশ্যই ৫৭ টি হইয়া গেল।

কিন্তু আমরা সর্ববেদদর্শী মহর্ষি পরাশরপ্রণীত ধর্মশাস্ত্র-
কে অগ্রাহ্য করিতে পারি না, তৎপ্রণীত সংহিতার এই বচনে
বান্দন্তার অন্যপতি করণের বিধি দিয়াছেন ইহা স্বীকার ক-
রিলে আর বেদের সহিত কোন বিরোধ থাকেনা এবং কোন
ঋষিপ্রণীত বচনের ও অমৈক্য হয় না অর্থাৎ বান্দানানন্তর
যদি পতি অনুদ্রেশ হয়, বা পঞ্চত্বপায়, কি সন্ন্যাস ধর্ম
গ্রহণ করে, কিম্বা ক্রীতবর, অথবা পতিত হইয়া যায়, তবে
সেই পুত্রের পুনর্দামের অন্যপতি বিধান করিবে। এই অন্য
পতি শব্দে পতিভিন্ন অন্য অর্থাৎ তাহার দেবরকে দিবে
তদ্বিন্ন অন্যকে দিবে না; ইহাই হিরুনিদ্ধান্ত একারণ পূর্বের
মত একালেও এমত বিধান আছে অর্থাৎ কোন ব্রাহ্মণের
পুনর্ভর এতথাক আছে। যদিও বান্দন্তার পুনর্দাম বিবাহ
করিতে নাথাকুক তথাপি জ্যেষ্ঠভ্রাতা বিবাহ করিতে
গেলে পক্ষানুরূপ তাহার কনিষ্ঠভ্রাতাকে মিতবর সাজা
ইবা সঙ্কেলইয়া যায় তদতিপ্রায় এইবে; যদি কোনকার-
ণে জ্যেষ্ঠভ্রাতার বিপদ ঘটে তবে কনিষ্ঠভ্রাতা ঐ বান্দ-
ন্তাকে বিবাহ করিতে পারিবে।

যদিবন দেবরকেই যে একন্যাদান করিবে ইহার প্রমাণ
না পাইলে কোন ব্যক্তিই ইহাতে শ্রদ্ধা করিতে পারেন না।
উত্তর। কলাপের ঈকাকার ও সংক্ষিপ্তনার ব্যাকরণাদিতে
মহানহোপাধ্যায়েরা (পুতৌ) পদসাধনার নিমিত্ত আর্ষ
প্রমাণ দিয়াছেন। যথা।

গতেনকে প্রব্রজিতে ক্লীবেচ পতিতে
পতৌ । দেবরার প্রদাতব্য। যদি কন্যানু
মন্যতে ॥

বাগ্‌দানান্তর যদি স্ত্রীলোকের পতি অনুদ্দেশ হয়; কিম্বা
মরে বা সংসারধর্ম ত্যাগ করে; কিম্বা স্ত্রীবহুয়; অথবা পতি
তহয়; তবে সেই স্ত্রীর অনুমতি লইয়া তাহার দেবরকে
দান করিবে ।

এই শ্লোকের সহিত পরাশর সংহিতোক্ত বচনের অভি
প্রায়ের অনৈক্য হয়না; তাহাতে অন্যপতি বিধান করি-
বে; এবচনে দেবরকে দিবে এই এক বাক্যের অন্তর হই-
তেছে; কলে বিবেচনা করিলে অন্তর হয়না; যেহেতু
পতিভিন্ন পুরুষকে অন্যপতি বলা যায়; এখানে দেবর
কেই পতিভিন্ন অন্যবলা সঙ্গত হইতে পারে; যখন দেবর
ভিন্ন আর কোন ব্যক্তি তাহাকে গ্রহণ করিতে পারিবেনা;
তখন নিশ্চিত দেবরকেই তাহার পতিভিন্ন অন্যপতি ব-
লিয়া পরাশর উক্ত করিয়াছেন; ইহাতে সন্দেহ মাত্র
নাই ।

এক্ষণে বিরোধি পক্ষীয়েরা ইহা কহিতে পারেন যে এতৎ
আযপ্রমাণে দেবর বনিয়া উল্লেখ করিয়াছেন; তাহাতে
দেবর সম্বন্ধ মাত্রকেই কহিয়াছেন; না তাহার কোন বিশেষ
ধ আছে; এবং ব্যাকরণ দৃষ্টান্তে এতৎ শ্লোকে বাগ্‌দানান্ত
র দেবর বিবাহ করিবে • যাহা উক্ত হইল তাহাতে কোন
অন্য ধর্মশাস্ত্রের প্রমাণ দেখাইবার আবশ্যক হয়; তদ-
র্থ মনু প্রমাণ দৃষ্ট করাইতেছি । যথা

যস্যাম্মিয়েত কন্যার। বাচাসত্য কৃতেপতিঃ।

তামনেন বিধানেন নিজোবিন্দেত দেবরঃ।

ইতিমনুঃ ॥

বান্দানামন্তর অর্থঃ বাক্যে সত্য পতি করণানন্তর যে
স্ত্রীর পতি নরে; সেই স্ত্রীকে এই বিধান দ্বারা
তাহার নিজ দেবর বিবাহ করিতে পারে।

মিহ দেবরপাদে পতির, সহোদর, তদ্বিন্ন অন্যের গ্রহণীয়
হয়না; যদি অন্য গ্রহণ করে তবে উভয়েরই ধর্ম নষ্ট হয়;
অতএব এই অভিপ্রায় গ্রহণ করিলে আর কোন আপত্তি
থাকিতে পারেনা। আর পরাশর সংহিতার বচনের
অর্থ সঙ্গতির ও কোন ব্যাঘাত জন্মেনা; ও বেদের সহি-
ত ও বিরোধ থাকেনা; এবং স্মৃতি পুরাণাদির সঙ্গিত
এককালেই একা হইয়া যায়। এমনকী শল সমন্বিত অর্থ
গৌন্দর্য্য সম্বন্ধে নিরর্থ গোলযোগ উপস্থিত করিয়া সনাতন
ধর্মে কেন গোল করিতেছেন বুঝা যায়না।

এক্ষণে সর্বশাস্ত্র সমন্বয় দ্বারা বিচারে স্থির হইল যে
(নষ্টেস্মৃতে) ইত্যাদি বচন প্রমাণে বান্দতা কন্যার প-
ক্ষাপে উপস্থিত হইলে এই বিবাহ পূর্বে বিধেয় হইতে
পারিত; কিন্তু বিবাহিতা বিধবার পক্ষে পূর্বাধি কোন
কালেই বিধেয় হইতে পারেনা।

একং কোন স্থানে এমন শিষ্ট প্রয়োগ ও আছে যে বান্দ
তার পতি অনুদেহ হইলে রজোদর্শন জন্য ধর্ম প্রমাদ
করতঃ কতিপয় বৎসর পতির প্রতীক্ষা করিয়া পরে অন্য
ব্রহ্মণি বিবাহ দিত।

অনন্তর; বাগ্‌দানের পর ঐ স্ত্রীলোকের নৃত্য হইলে স্বামি
জ্বল ত্রিরাত্রাশৌচ হয়; সর্কশাশ্রে করিয়াছেন; বধন তৎ
রূপে তৎপতির অশৌচগ্রহণ শাস্ত্রবিরুদ্ধইহঁম; তখন তাহার
পতি মরিলে যে সেবিধবা। হইবে তাহাতে সন্দেহ কি?।

যদি ঐ স্ত্রীর দেবর নাথাকে; কিম্ব দেবরকে বিবাহ করি-
তে সম্মত নাহয়; তবে অনগমন করিতে কিম্বা ব্রহ্মচর্য্যদ্বারা
জীবিতা ও থাকিতে পারে ইহাইসাধুসম্মত, তন্নিম্ন দেবরকে
যদ্যপি বিবাহ করে সে অসদ্ধর্ম; তাহার ও নামপুনর্ভ হয়;
দেবর ভিন্ন সর্ব্ব অন্যপতি গ্রহণে ঈশ্বরিনী নাম হয়। যথা

অন্যদত্তাত্ত্ব যাকন্যা পুনরন্যস্য দীয়তে ।

তস্যান্ধানংন ভোক্তব্যং পুনর্ভূঃ সাপ্র-
গীয়তে ॥ ৬৬ ইত্যঙ্গিরাঃ ॥

ঈশ্বরিনী বা পতিংহিত্বা সর্ব্বং কামতঃ

শ্রয়েৎ ॥ ৬৭

ইতিবাক্তবাক্যং ॥

অন্যদত্তা কন্যা যদি অন্যকে দানকরে, তবে তাহার অঙ্গ
ভোক্তব্য হয়না; যেহেতু সেই স্ত্রীকে পুনর্ভ বলে । আর
পতিভিন্ন অন্য স্বজাতীয়কে যদি ইচ্ছাপূর্ব্বক আপনি বিবা-
হ করে; তবে সেইস্ত্রীর নাম ঈশ্বরিনী অর্থাৎকুলভেদ্য; এই
কইয়ই অগ্রাহ্য; পুনর্ভ রপুত্র পৌনর্ভব; ঈশ্বরিনীর পুত্রকে
পারশব অথবা অবাবট বলে । অক্ষতা বা ক্ষতা বিধবা
যদি সর্ব্বকেপতি করে তবে তাহার নাম ঈশ্বরিনী হয় তা-
হার গর্ভজাত বৈপুত্র তাহার নাম অবাবট । বাগ্‌দত্তার
পুনর্বিবাহে পুনর্ভ বলে; তদগর্ভজাত পুত্রের নাম পৌ-

নর্তক । এতদবস্থা বিশিষ্ট স্ত্রী ও তৎপতি ও পুত্র প্রভৃতিরা
অপাংক্তের অসংস্কার্য মুচ্ছবৎ অস্পৃশ্য । যথা

মাতাপিতৃ গুরুত্যাগী দ্ৰুণাশীবৃষলাঅজঃ
পরপূর্বা পতিস্তেন কস্মদকোশ্চ নিন্দিতাঃ ।

২২৪ ইতিযাজ্ঞবল্ক্যঃ ।

যেব্যক্তি মাতা পিতা গুরুত্যাগী হয়; আর জারজান এই
ও করে; ও বৃষল ইহাতে উৎপন্ন; অপর, পর পূর্ব্বার পতি
হয় এই সকলকে কস্মদকোশ্চ নিন্দিত বলিয়াছেন ।

পরপূর্ব্বা অর্থাৎ বাগদানানন্তর পতি মরুক্ বা জীবিত থাক-
দ্রুণ হস্তির অন্যপতি যে করে সেইস্ত্রীর নাম পরপূর্ব্বা হয় ।
যেস্থলে বাগদানের পর অন্যপতি করিলে পতিত হয়;
সেস্থলে সংস্কৃত বিধবার বিবাহের বিধি কি শাস্ত্র নিক্ত হই-
তে পারে? ।

বিদ্যাসাগর মহাশয়ের স্বরূতপুস্তকের এই অভিপ্রায় যে
বাগদানানন্তর অন্যপতি করা কলিতে নিষিদ্ধ কিন্তু বিবা-
হিতা বিধবার বিবাহের বিধি আছে । উত্তর । ইহাতে কে;
না; পরিহাস করিবে যেযগে বাগদানানন্তর স্ত্রীলোকে
অন্যপতি করিতে পারিবেনা; এমত অনুশাসন; সে
যুগে বিবাহিতা বিধবার বিবাহ কি শাস্ত্রীর হয়; অ-
র্থাৎ যাচাকে কটুবাচ্য কহিতে নিবেদন করে; এমতে
তাহাকে কি দণ্ড প্রহার করা বিধি হইবে । অতএব অবি-
দেয় বাক্যের উত্তর করা পণ্ডিতের কর্ত্ত্বনহে; শাস্ত্রের প্র-
মাণদ্বারা ইহাই নিশ্চয় হইল যে ধার্ম্মিক জাতিদিগের
পক্ষে বিধবার বিবাহ কোনমতেই কর্ত্তব্য কৰ্ম্ম হয়না ।

সংস্কৃত বিধবার বিবাহ শাস্ত্রসিদ্ধ নাইইয়া। পরাশরোক্ত সংহিতার (নষ্টেমূতে) বচনের অর্থে বাগদত্তার পক্ষাপৎ হইলে দেবর যে বিবাহ করিবে ইহাই স্থির নিদ্ধান্ত। ইহাতে একপ আপত্তি করিতে পার; যে বাগদত্তার পক্ষে অব্যবস্থাস্থির করিলে (উঢ়ায়াঃ পুনরুদ্বাহ ইত্যাদি) বচন দ্বারা উঢ়াব পুনর্বার উদ্বাহ কলিতে নিষেধ কেন করেন, অর্থাৎ বিবাহিতা বিধবার পুনর্বিবাহ নাথাকিলে কলিতে নিষেধ করিবার আবশ্যক কি?।

উত্তরঃ সপ্তপদ গমনের পূর্ক অথচ মস্তোক্ত জল ক্ষেপ হইরাছে; কিন্তু দশাণ্ডিকায় সপ্তপদ গমনে গোত্রান্তর হয় নাই; সেই স্ত্রীকে উঢ়া বলা যায়; ক্ষত বা অক্ষত যোনি হইলেও নিরুচ্চ পক্ষে পূর্কযুগত্রে ঐ কন্যার বিবাহের বাঁধা ছিল গোত্রান্তর হইলে আর তাহার বিবাহ অন্যের সহিত হইতে পারিতনা। যথা।

স্বগোত্রাৎ ভূশ্যতেনারী বিবাহাৎ সপ্তমে
পদে । ইতি হারীতিঃ ॥

বিবাহ কালে সপ্তপদ গমন হইলে স্ত্রীলোকের পিতৃ গোত্র ভ্রষ্ট হয়। তাহার পূর্কে স্ত্রীর গোত্রান্তর হয়না; তৎকালে বরদোষ দৃষ্টহইলে অন্যবরে সমর্পণ করিতে পারিত। একারণ, উঢ়ার পুনরুদ্বাহকে যুগান্তরীয় বলিয়া সমস্ত গ্রন্থকারেরা মীমাংসা করিয়াছেন।

ইতি তৃতীয় প্রণোত্তর সমাপ্ত ॥

চতুর্থ প্রগোত্তর ॥

পাণ্ডিত্যের বিচার করিবেন; একপ অশাস্ত্রীয় কর্ম যে বিধবা বিবাহ সুপণ্ডিত হইয়! বিদ্যানাগর মহাশয় তাহা-
কেকিরাপে শাস্ত্রসিদ্ধ বলিয়া লিপিবদ্ধ করিতে সাহসিক
হইয়াছেন; তৎসাহসকে ধন্যবাদ করি; একদিগে সকল
শাস্ত্র ও অপরদিগে তাহার সাহস তুলনা করিলে বোধহয়
তাহার সাহসই গুরুভার বিশিষ্ট হইতে পারে।

যেহেতু স্বযুক্তিরক্ষা করিবার নিমিত্ত বিধবা গর্ভজাত
পুত্রকে ঔরস পুত্র বলিয়া চেষ্টা করিয়া বহুকষ্টে অশা-
স্ত্রীয় মতকে প্রতিপন্ন করিতে স্বকৃত পুস্তকের ১১ পৃষ্ঠায়
১ পংক্তিতে লেখেন। যথা।

“পূর্ব ২ যুগে দ্বাদশ বিধ পুত্রের ব্যবস্থা ছিল কিন্তু পরাশর
কলিযুগে তিনপ্রকার পুত্রমাত্র বিধান করিয়াছেন। যথা।

ঔরসঃ ক্ষেত্রজ ঐষ্টব দত্তঃ কৃত্রিমকঃ সুতঃ ॥ (৩)

ঔরস দত্তক কৃত্রিম এই তিন প্রকার পুত্র ॥ (৭)

পরশর কলিযুগে ঔরস দত্তক কৃত্রিম তিনপ্রকার পুত্রের
বিধি দিতেছেন পৌণ্ডর্ব্যে উল্লেখ করিতেছেন না। কিন্তু
বিধবা বিবাহের বিধি দিয়াছেন তখন বিবাহিতা বিধবার
গর্ভজাত পুত্রকে ও পুত্রবলিয়া পরিগ্রহ করিবার বিধিদেও
বা হইয়াছে। একগে বিবেচনা কর। আবশ্যক যে ঐ পুত্রকে
ঔরস দত্তক অথবা কৃত্রিম বলা যাইবেক। উহাকে দত্তক অ-
থবা কৃত্রিম বলা হইতে পারেনা। কারণ যদি পরের পুত্র
কে শাস্ত্র বিধানানুসারে পুত্রকরা যায় তবে বিধানের বৈল-
ক্ষণ্য অনুসারে তাহার নাম দত্তক অথবা কৃত্রিম হইয়া থাকে

কিন্তু বিবাহিতা; বিধবার গর্ভে স্বয়ং উৎপাদিত পুত্র পরে
নহে এই নিশ্চিত উত্থাপন কর্তব্য অথবা কৃত্রিম বলা হইতে
পারেনা। শাস্ত্রকারেরা দত্তক ও কৃত্রিম পুত্রের বৈলক্ষ্য
কপিত করিয়াছেন তাহা বিবাহিতা বিধবার গর্ভে স্বয়ং উৎ-
পাদিত পুত্রে ঘটিতেছেন। কিন্তু ঔরস পুত্রের বৈলক্ষ্য
কিন্তু সংপূর্ণ রূপে ঘটিতেছে ॥

উত্তর। যখন বৈদ্যুতি পুরাণ প্রভৃতি শাস্ত্রদ্বারা বিধবা
বিবাহই নিষিদ্ধ হইল; তখন তদুদ্ভূত পুত্রের ঔরস
প্রতিপাদনের প্রতিকূলে যে বিচার করা সে কেবল তুষ্টি-
যাত মাত্র।

তথাপি নিরন্তর থাকি যারনা যেহেতু অশাস্ত্রীয় দ্রব্যুক্তি
দ্বারা বিষয়ি লোকের মনে এমন সন্দেহ হইতে পারে যে
বিধবার গর্ভজাত পুত্রকে শাস্ত্রে বুঝি ঔরস পুত্র বলিয়া
থাকে; সতরাং তাহাঁদিগের চিত্তস্বরূপ গৃহীতিতে ভ্রা-
ন্তিকর বাল বৃক্ষের রোপণ মাত্রই ছিন্নকরা উচিত
হইল।

বুদ্ধিমানদিগের প্রতিবক্তব্য এই যে শাস্ত্রবাক্য পরিত্যাগে
বিদ্যাসাগরের যুক্তিই যদি গ্রাহ্য হয়; তবে একালে আপ-
নং যুক্তিমত ধর্ম স্থির করিয়া ব্যবস্থা দিতে কে না পারগ
হইবে?।

পরাশর চারিপ্রকার পুত্র কহিয়াছেন; বিদ্যাসাগর দত্ত-
ক মীমাংসা গ্রন্থের প্রকার অভিমত কলিযুগে ঔরস; দত্তক;
কৃত্রিম পুত্র স্থির করিয়া পরাশরোক্ত কৈত্রজ পুত্রকে এক
কালেই ত্যাগ করিয়াছেন, ইহা অত্যন্ত অদ্বৈত; যখন

কজিধর্ম বস্ত্র পরাশরকে স্থির করিয়া বিধবা বিবাহ দিতে উদ্যত হইয়াছেন; তখন কি পরাশর ধৃত ক্ষেত্রজ পুত্রকে ত্যাগকরা তাহার উচিত হয়?।

বুঝিয়া দেখিলে বিধবা পুত্র হইতে ক্ষেত্রজ পুত্রের বিধি করিলে একালে বড় বড় মনুষ্যের অনেক উপকার হইতে পারে। বিদ্যাসাগর মহাশয়ের যুক্তিতে যদি বিধবার গর্ভ জাত সন্তানের ঔরসত্ব প্রতিপন্ন হয়। তবে মন্বাদির মতে অবাবট প্রভৃতি পুত্র সংজ্ঞার এককালেই বিলোপ হইয়া যায়; একালে অবাবট ও পারশব এবং পৌনর্ভব প্রভৃতি পুত্রকে ঔরস পুত্রই বলা বলকেনন বস্তুতস্ত বিধবাগর্ভ জাত পুত্রের যেকপ ঔরসপুত্রত্ব প্রতিপন্ন হইল। পৌনর্ভব ও অবাবট প্রভৃতি পুত্রে সেই সব লক্ষণ সংপূর্ণরূপে ঘট না হয়; কিন্তু বিদ্যাসাগর ভট্টাচার্য মহাশয় বিধবার বিবাহের অনুরোধে কদাপি সেই পুত্রকে ঔরস ব্যতীত প্রাণান্তে ও পৌনর্ভব বা অবাবট কি পারশব বলিবেন না। মনে করিয়াছেন যে আমি যাহা কহিব তাহাই শাস্ত্র হইবে দ্বিতীয় সৃষ্টিকর্তা নূতন মনু জন্মিয়াছেন।

যখন কোন শাস্ত্রে পৌনর্ভবাদিকে পুত্রত্বে স্বীকার করেন নাই; তখন তাহার এককালেই ঔরসত্ব প্রতিপন্ন করা কৌতুক জনক বটে। বিদ্যাসাগর মহাশয় বারাজনা গর্তেষ্ময়ং উৎপাদিত পুত্রকেও যদি ঔরস পুত্র বলেন; বলিবেন। তাহাতে বিচক্ষণেরা কিল্পপে অঙ্গীকার করিতে শঙ্ক

হইবেন বিধবা বিবাহ নিষিদ্ধ বিধায় তদগর্তজাত পুত্রের
ওরসত্ব খণ্ডন হইয়াগেল ।

সুতরাং ভগবান পরাশর স্বীয় সংহিতায় পৌনর্ভবের উল্লে-
খ করেন নাই । একপ সন্দ্বুক্তি; গ্রহণ না করিয়া বিবাহিতা
বিধবার গর্তজাত পুত্রকে ওরসপুত্র বলিয়া যে বিদ্যাশাগর মহা-
শয়র প্রতিপন্ন করিতে উদ্যত হইয়াছেন নেতাইঁরই নিজ
পাপিত্যবোধ হয় ।

পরাশর মুনি পৌনর্ভব শব্দ উল্লেখ করেন নাই বলিয়া
সত্যাদি যুগে যাহাকে পৌনর্ভব বলিত কলিযুগে তাহাকে
ওরস পুত্র সংজ্ঞার উক্ত করিবার তাৎপর্য্য নহে ইহা
সকলেই উপাস্থি করিতে পারেন; যে যুগে যুগে
আচার ব্যবহারাদির কিঞ্চিৎ বৈলক্ষণ্য হইবার সম্ভাবনা
আছে; কিন্তু সংজ্ঞার অন্যথা হয়না । সত্যাদি যুগে
যাহাকে গোশব্দে উল্লেখ করিত কলিতে তাহার গো
সংজ্ঞা ব্যতীত গর্ভভ সংজ্ঞা হয়না; । অতএব অশিষ্ট সন্ম-
ত প্রথা প্রচলিত করণাশয়ে সুপণ্ডিতের একপ অসঙ্গত
বাক্য বিন্যাস করা কি উচিত হয়? ।

অনন্তর বিদ্যাশাগর মহাশয় স্বকৃত পুস্তকের ১২ পৃষ্ঠায়
১৬ পংক্তিতে ওরস পুত্রের স্বরূপ লক্ষণ লিখিয়া আপ-
নিই আপনার সম্যক যুক্তির খণ্ডন করিয়াছেন । যথা

“স্বৈক্রেত্রে সংস্কৃতায়াম্ স্বয়মুৎপাদিবে দ্বিযং । তসৌ

রসং বিজানীয়াৎ পুত্রং প্রথম কল্পিতং ॥ ১৬৬ ,

“বিবাহিতা সজাতীয়া ত্রীর গর্ভে স্বয়ং উৎপাদিত পুত্র ওর

ন পুত্র এইলক্ষণ বিবাহিত। স্বজাতীয় বিধবার গর্ভে বয়ঃ

উৎপাদিতপুত্রে সংপূর্ণ ঘটতেছে, ॥ ১৩৬

উত্তর। এইবচনের স্বরূপার্থের গোলোযোগ করিয়া বি-
ব্বাকেকে স্বক্ষেত্র বলিয়া ঘটনা করিতেছেন; এঘটকাল
করা বড় চতুরেরই কার্য্য বটে; যদি উক্তর কাল পর্য্যন্ত
রক্ষাপায়। (স্বক্ষেত্র) কাহাকে বলে তাহার স্বরূপার্থ
লিখিতেছি; ইহা সকলেই দৃষ্টিপাত করিবেন; অর্থাৎ
শাস্ত্রসিদ্ধ যেক্ট্রীর বিবাহ হয় সেই ভাব্য্য ব্যতীত স্বক্ষেত্র
বলা যায়না; তাহার প্রমাণ সকল শাস্ত্রেই আছে; যথা
ব্যাসসংহিতায় ২ অধ্যায়ে।

সবর্ণা মসমানার্বা মমাতৃ পিতৃগোত্রজাং ।

অনন্য পূর্ব্বিকাং লঘ্বীং শুভলক্ষণ সং-

যুতাং ॥

স্ব জাতীয় অসমান প্রবর পিতৃমাতৃ গোত্র নাই এবং অ-
অনন্যপক্ষা অর্থাৎ পূর্ব্ব বাস্তুতা; বা, কাহার সহিত
বিবাহ নাহইয়াছে; আর বয়ঃ কনিষ্ঠ। একপ শুভলক্ষণ
মুলাং স্ত্রীকে বিবাহ করিলে স্বক্ষেত্র বলে ॥

একপ বিবাহিতা ধর্মপত্নীর গর্ভে স্বয়ং উৎপাদিত পুত্র-
হেত্তরস পুত্র বলে। তন্নিম্ন যে সে স্ত্রীকে রত্যাগে গ্রহণ
করিয়া আনি বিবাহ করিয়াছি বলিয়া সম্বানোৎপত্তি করি-
লেই হেত্তরস পুত্র হয়না ইহা বিবেচনা করিলে বিধবার গর্ভ
জাত পুত্রের অবদটত্ব ব্যতীত, পুত্রত্বই নাই; তাহাতে
হেত্তরসপুত্রত্ব ঘটনার সহিত কিবিষয় আছে। শাস্ত্র বিহিত

বিধবা গর্ত্তব্যস্ত পুত্রের লক্ষণে অবাবটদ্বয় সম্পূর্ণরূপে ঘটিতেছে।

অনন্তর বিধবা বিবাহে যে সমূহ দোষ আছে তাহা প্রদর্শন করাইতেছি; অর্থাৎ বিধবা বিবাহের মন্ত্র কোনসংহিতাকারেরা কহেন নাই; সুতরাং অমন্ত্রক বিবাহ বিবাহই নহে; এক্ষণ বিবাহিতা স্ত্রীকে স্বক্ষেত্র কোন ক্রমেই বলা যাইতে পারেনা।

নিষেকাদি শাশানান্তা স্ত্রীষাং বৈ মন্ত্রতঃ
ক্রিয়াঃ । তৃষীমেতাঃ ক্রিয়াস্ত্রীণাং বিবাহ-
স্তু সমন্ত্রকঃ ॥

পুরুষের নিষেকাদি অর্থাৎ গর্ত্তাধানাদি মরণ পর্য্যন্ত মন্ত্রবিহিত সংস্কার করিবে। কিন্তু স্ত্রীলোক দিগের সকল সংস্কার অমন্ত্রক কেবল বিবাহই সমন্ত্রক হইবে।

অতএব দ্বিজ্ঞাস্য এই যে বিধবার পুনর্বার বিবাহ দিতে হইলে তাহার মন্ত্র কোন শাস্ত্রমত গ্রহণ করা যাইবেক এবং বিবাহ কালে কোন্‌গোত্র কোন্‌ প্রবর উল্লেখিত হইবে; আর অন্যপাত্রেসংপ্রদানইবাকৈ করিবে। যেহেতু পিতা একবার দান করিয়া সন্তুত্যাগ করিয়াছে, স্বশুরের বধ দান করা সিদ্ধ হয় না এবং সেও আপন শরীর দান করিতে পারেনা যেহেতু তৎশরীরে তাহার স্বামীর প্রভুত্ব। যথা নপিতাদি তেষাং সর্গদানেনৈব তস্যাং স্বামিত্বনা শাং নাপি স্বরমজ্জানং দাতুমর্হতি পিতাদি কৃত্বা

নৈনৈব তচ্ছরীরে ভর্তুঃ সত্ত্বস্য সত্ত্বাৎ নচ ভর্ত

স্মরণেন তস্যাং স্বত্ব নিবৃত্তিঃ ॥

একবার দানকরাতে তাহার পিতার সত্ত্ব নিবৃত্তি হইয়া
তৎশরীরে তাহার স্বামীর সত্ত্ব হইয়াছে; সুতরাং পিতা
দানকরিতে পারেননাঃ । যথা

প্রদানে নৈব কন্যায়াং বরস্য স্বাম্যং জায়তে
কন্যাদাতুঃ স্বাম্যং নিবর্ততে ।

হারীতোক্তৌ ।

সংপ্রদানানন্তর কন্যাতে বরের স্বাম্য কন্যাদাতার স্বাম্য
নিবৃত্তি হয় ॥

এস্থলে যদি এমত বল যে সেস্বরূপ আপনাকে আপনি
দান করিবে; উত্তর; স্বীয় সত্ত্ব না থাকিলে দান বিক্রয় করি
তে পারেনা সুতরাং অবৈধ কার্যকে শাস্ত্র বিরুদ্ধ বলিয়া
ব্যভিচার করিয়াছেন; অর্থাৎ তাহার শরীরে তাহার পতি
ব্যতীত অন্যের এবং তাহারও প্রভু নাই । যদি কেহ কহেন
যে পতি মরণানন্তর স্ত্রীতে পতিসত্ত্ব নিবৃত্তি হইয়া যায়;
তাহা যায়না; । যথা

অস্থিতিরস্থীনি মাংসৈ মাংসানি ত্বচাত্বচ
মিতি ॥

শ্রুতিঃ ।

তাহার অস্থিতে অস্থি; মাংসে মাংস চর্ম্মে চর্ম্ম । অতএব
জীবাত্মা এক হইয়া যায় সুতরাং স্ত্রীশরীরের দান বিক্রয়
ত্যাগে তাহার পতিরই প্রভু স্ত্রীর প্রভু নাই । অতএব

সেই ক্রিয়ারে আত্ম প্রদান করিয়া ব্যভিচার দোষে
পরিমুক্ত হইতে পারে । যথা

সইম মেবাআনং দ্বেধা পাতয়ৎ ততঃ
পতিশ্চ পত্নীচাতবতাং । তস্মাদিদ মর্দ্ধ
বৃগল মিবস্ব ইতি । ৩

বৃহদারণ্যকোপনিষৎ ।

ততঃ স্ত্রীয়াং পাতন্যং পতিশ্চ পত্নী চাতবতা মিতি । দম্ন
তোয়া নির্বচনং লৌকিক্যো রতএব তস্মাৎ বস্মাৎ আত্মনো
এবার্দ্ধঃ পৃথক ভূতো যেষুং স্ত্রী তস্মাদিদং শরীরং আত্ম
নোইর্দ্ধ বৃগলং অর্দ্ধং তদ্বৃগলং তদর্দ্ধ বৃগলং বিদল মর্দ্ধ
দ্বিদল মিবোত্যর্থঃ । প্রাক্ স্ত্র্যবহনাং কল্যাণ বৃগল মিত্যুচ্য
তে স্বঃ আত্মন ইতি । ৩

শঙ্করি ভাব্যং ॥

বিধাতা আত্ম শরীরকে দুইভাগ করিয়া পতি ও পত্নী
করিয়াছেন । একারণ চনক দ্বিদল ন্যায় দুই শরীরে এক
হয়; সর্বলোকে প্রথিত; যে স্ত্রী আপনার অর্দ্ধাংশ
সমুত্তা । অর্থাৎ যাবৎ বিবাহ নাহয় তাবৎ পুরুষ
অর্দ্ধ শরীরে অবস্থিতি করে; বিবাহের পর স্ত্রী প্রাপ্তে
সংপূর্ণ হয় ।

স্ত্রী যে পুরুষের অর্দ্ধাংশে জন্মে তদর্থে ক্রতি কহি-
য়াছেন । যথা

তস্মাদিয়মাকশ স্ত্রিয়া পর্য্যত এবতা সম
ভবত্ততো মনুষ্যা অজায়ন্তে ॥ ৩ ॥ ইতিবৃহ
দারণ্যকং ১৩ অঃ ৪ ব্রাহ্মণং

তন্মাদয়ং পুরুষাঙ্ক আকাশ স্ত্রীক্ :শূন্যঃ পুনরুদ্বাহাৎ তন্মাদয়ং
পূৰ্ণ্যতে স্ত্রীক্ :পুনঃ সংপূজী করণেনৈব বিদলাক্ : ॥

শাস্তরিভাষ্যং ।

একারণ বিবাহ যাবৎ না হয় তাবৎ পুরুষের বামাক্ শরী
র শূন্য থাকে বিবাহ হইলে পরসংপূর্ণ হয়, যেমত একচনক
দুইদালি ত্বকাদানে এক; ত্বক রহিত হইলেই দুই হয় সেই
রূপ স্ত্রীপুরুষ । অর্থাৎ পুরুষের জন্মের পর বিধাতা তাহা
র অর্দ্ধাংশ লইয়া কিঞ্চিৎ কালের অন্তর স্ত্রীকপের সৃষ্টি
করেন সেই স্ত্রী তাহারই তদ্বির অন্য পুরুষ কে দিলে
ব্যভিচার হয়; ॥

ইত্যর্থ স্পষ্ট প্রতীয়মান হইতেছে যে বাহার অংশে
জন্মে তাহার সমুদ্র তাহাতে থাকে । এই ক্রতি প্রমাণে
কেহই কহিতে পারিবেন না যে স্ত্রী পুরুষের অংশ নহে; আ
র এমন প্রমাণও নাই যে স্ত্রী অংশে পুরুষ জন্মিয়াছে;
যেহেতু পরমেশ্বর অথৈ পুরুষের সৃষ্টি করণানন্তর স্ত্রীর
সৃষ্টি করেন; এজন্য বরঃ কনিষ্ঠাকে বিবাহ করিতে অনুশা
সন করেন বয়োজ্যেষ্ঠা বিবাহব্যভিচার । এমনতুক্রতি কেহই
দেখাইতে পারিবেন না যে স্ত্রীর অংশে পুরুষ জন্মিয়াছে ।
অতএব মীমাংসার স্থির হইল যে পুরুষের বামাক্কে বিধা
তা মত অংশে ভাগ করেন তাহার তত পত্নী হইতে পারে;
স্ত্রীর শরীরের অংশ হয়না এই যুক্ত তাহার ভর্তাস্তর করি
তে পারেনা ।

এই ক্রতির অভিপ্রায়ে বেদবাসি ও নিরসংহিতায় অনু
শাসন করিয়াছেন; যে পুরুষের অর্দ্ধাংশে স্ত্রীদিগের উৎ
পত্তি হয়; । বখা

পাটিতোহয়ঃ বিজাঃপূর্ব মেকদেহঃ স্বয়ত্ত্ব
বা । পতয়োদ্ধে ন চাদ্ধে ন পত্ন্যোহভুবমি
তিশ্রুতিঃ ॥ যাবন্ন বিন্দতে জায়াং তাব
দদ্ধো ভবেৎ পুমান্ । নাদ্ধঃ প্রজায়তে স-
র্বং প্রজায়েতে ত্যপিশ্রুতিঃ ॥ গুরী সাত
স্ত্রিবর্গস্য বোচুং নান্যেন শক্যতে ॥
ইতিব্যাসঃ ।

বিধাতা পুর্বে এক শরীরকে দুইভাগ করিয়া অদ্ধেতে
পুরুষ অদ্ধেতে স্ত্রী সৃষ্টি করেন । ইহা শ্রুতিসংবাদ করিয়া-
ছেন । অতএব যেপর্য্যন্ত বিবাহ নাহয় সেপর্য্যন্ত পুরুষ
অদ্ধ শরীরে থাকে । যেহেতু স্ত্রীপুরুষ সংস্কৃত সমস্ত দেহ
জন্মে । পুনর্বিহৃতরূপে পুরুষের বামাদ্ধ ভাগে স্ত্রীর উৎ-
পত্তি হয় । যাবৎ বিবাহ নাহয় তাবৎ অদ্ধ শরীর শূন্য
থাকে বিবাহানন্তর দুইরূপে একশরীর সংপূর্ণ হয় । অতএব
ত্রিবর্গের অর্থ্যং ধর্মার্থ কামের ভূমিস্বরূপ । দুর্কথা স্ত্রীকে
অন্য উত্তরন করিতে পারেনা । অর্থ্যং যেপুরুষের অংশে
যেস্ত্রী জন্মে সেই পুরুষ ব্যতীত অন্যপুরুষে সেস্ত্রী বিবাহ
করিতে পারেনা । ইত্যর্থঃ স্পষ্ট বোধ হইতেছে ; যে স্ত্রী-
ন্যেকের দ্বিতীয়বার বিবাহ ব্যভিচার হয় ॥

এভিন্নিমিত্ত স্ত্রীলোকের এক পতিত্ব ধর্মস্থির হইয়াছে ;
বাপর্ষক অন্যথাচরণ করিলে ব্যভিচারিণী বলাঘাণ শাস্ত্র
নিদ্ধ মতে পতি মরণানন্তর বিধবার ব্রহ্মচর্য্য সহমরণ
ব্যতীত ধর্মনাই বিবাহ করাইলে ধর্ম হইতে বহিস্কৃত
করা হয় ।

বিদ্যাসাগর মহাশয় স্বরূপ পুস্তকের ১৯পৃষ্ঠায় ১২পংক্তিতে
আরও লিখিয়াছেন; যথা।

কলিযুগে ব্রহ্মচর্য্য অবলম্বন করিয়া দেহযাত্রা নির্বাহ করা

বিধবা দিগের অত্যন্ত কঠিন হইয়া উঠিয়াছে ॥

উত্তর। বিদ্যাসাগর মহাশয় মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিত।
কিন্তু এই যুক্তি তাহার বাল যুক্তি হইতেও উৎকৃষ্ট। বিধবা
দিগের পক্ষে সত্যাদি কলিপর্ষ্য্য স্তন্যসহমরণও ব্রহ্মচর্য্য এই
দুই ধর্ম্ম স্থির আছে, বিবাহ করা কোনকালেই ধর্ম্ম
হইতে পারেনা। তবে রাজকীর আদেশে সহমরণ প্রথা
কিছুদিন অপ্রকাশ হইয়াছে; ব্রহ্মচর্য্যই নিত্যানুষ্ঠেয়;
তাহাতে অশক্ত হইলে অপরাধিনী হইবে; তন্নিমিত্ত তা-
হারদিগের বিবাহ দিতে হইলে এমত অনেক কষ্ট সাধ্য
কর্ম্মের পরিবর্তে অপকারের স্বীকার করিতে হয়; অর্থাৎ
সাংঘাতিক রোগাদি উৎপত্তি হইলে অসহ্য তৃষ্ণা জন্মে
তাহাকে সম্বরণ করিয়া থাকিতে অশক্ত যে রোগী তাহার
তৃষ্ণা শান্তির নিমিত্ত কি সুশীতল জল পান করিতে দেও-
য়াই বিধিহইবে। কলিতার্থ সেই জল তৎকালে তৃপ্তিকে
জন্মাইয়া কিঞ্চিৎকাল পরেই রোগীর জীবনের বিনাশ
কারী হয়। সেইরূপ বিধবার বিবাহে ক্ষণিক ইন্দ্রিয় সুখ
বোধ হইয়া পরে দেহোপর্যম হইলে অসহ্য যন্ত্রণার
ভোগ হয়।

দীর্ঘকাল ব্রহ্মচর্য্য কলিতে নিষেধ বলিয়া যখন পুরাণ
বাক্যের প্রমাণ করিয়া বিধবা বিবাহ নিষেধক পুরাণ বা-
ক্যের গ্রহণ করেন না তখন বিদ্যাসাগর মহাশয়ের চাতু-
র্য্য প্রকাশ ব্যতীত আর কি বোধ হয় ॥

বস্তুত দীর্ঘকাল ব্রহ্মচর্যা নিষেধ বিধবার পক্ষে নহে; বিধবাকে ব্রহ্মচর্যা দ্বারা নমস্তু জীবন ক্ষেপ করিতে হইবে। ব্রহ্মচর্যাশ্রম স্থিত পুরুষেরপক্ষে অর্থাৎ বিদ্যাগ্রহণ জন্য গুরুদলে স্থিত ব্যক্তির দীর্ঘকাল ব্রহ্মচর্যা নিষেধ করিয়াছেন; যেহেতু কলিযুগে মনুষ্যের অসুখ প্রযুক্ত যদি দীর্ঘকাল ব্রহ্মচর্যা করে তবে তাহার গার্হস্থ্য ধর্ম হয়না।

অপর বিদ্যাসাগর ভট্টাচার্য্য মহাশয় (শ্রুতি স্মৃতি পুরাণানাং বিরোধো যত্র দৃশ্যতে। তত্র শ্রৌতং প্রমাণস্ত তয়োর্দ্বৈধে শ্রুতিবরঃ।) এই ব্যাস বাক্যের গ্রহণ করিয়া পুরাণ বাক্যকে অগ্রাহ্য করিতেছেন; করুনকিন্তু ঐ ব্যাস এই বচন ও কহিয়াছেন; যথা

(পুরাণং মানবোধর্মঃ সাক্ষো বেদশ্রিতিকিং সিভং। আজ্ঞাসিদ্ধানি চত্বারি ন হন্তব্যানি হেতুভিঃ॥, পুরাণ ও মন্বাদি স্মৃতি এবং ষড়ঙ্গ চত্বর্বেদ; আর বৈদ্যক চরকাদি, এই চারি আজ্ঞাসিদ্ধ ইহাদিগকে হেতুবাদ দ্বারা খণ্ডন করিবেন না। এক ব্যক্তিই দুই বচন কহিয়াছেন ইহার কোন্ বচন প্রশস্ত কোন্ বচন অপ্রশস্ত; ফলে ইহার এক বচনকে খণ্ডন করিলেই তদবস্থা মিথ্যাবাদী হইলেন; অতএব বচন দ্বয়ের বিষয় দেখাইয়া ব্যাসকে পরিমুক্ত করুন। নচেৎ মুখে কহিয়াই শাস্ত্র সাগরের পার হইতে পারিবেন না। পুরাণ বাক্যকেও স্মৃতিকারেরা গ্রহণ করিয়া লইয়াছেন, যথা

পুরাণং ন্যায়মীমাংসা ধর্মশাস্ত্রাঙ্গমিশ্রিতাঃ

বেদান্তানি বিদ্যানাঃ ধর্মল্যচ চত্বর্দশঃ॥

৩। ইতি যাজ্ঞবল্ক্যঃ ।

পুরাণ ন্যায় মীমাংসা দর্শন এবং সমুদ্রচতুর্বেদ এই চতুর্দশ বিদ্যার ও ধর্মের জ্ঞান হয়েন। অতএব পুরাণের বিষয় নান্দেখাইয়া একেবারে অমান্য করিলেই অমান্য হয়না, যখন পুরাণ প্রমাণে বেদের ভাব্যাকারেরা বেদার্থ নিশ্চয় করিয়াছেন; তখন বিদ্যানাগর মহাশয় যাবৎ হিন্দু শাস্ত্রকে ত্যাগনাকরিতেছেন তাবৎ পুরাণকে অগ্রাহ্য করিলেই করিতে পারিবেননা।

শাস্ত্র মীমাংসাকরা পণ্ডিতের কার্য সুপণ্ডিত হইয়া। এমন ত অপণ্ডিতের ন্যায় চেষ্টা কেন করেন;) নিরর্থ বাচালতা প্রকাশ করায় প্রকাশ্য সমাজে অপম্মশ হয়;। পরাশর সংহিতার সহিত শ্রুতি পুরাণ সংহিতাদির কোন বিরোধনাই, কেবল এক নষ্টে মূতে লইয়া নষ্ট চেষ্টাকে বলবতী করিবার নিমিত্ত নিরর্থ কষ্ট পাইতেছেন।

ইহাও বিবেচ্যবটে, যে যে অভিপ্রায় গ্রহণ করিলে কোন শাস্ত্রের বিরোধ হয়না অথচ পরাশরোক্ত বচনের ও চরিতার্থ হয় তাহাই গ্রাহ্য; না; যে অভিপ্রায়ে সকল শাস্ত্রের অনৈক্য হইয়া পরস্পর সকল শাস্ত্রের বিরোধ জন্মে তাহা ই গ্রাহ্য হইবে ???

অতএব বিচক্ষণেরাই এরিষয়ের বিচারকরিবেন; যে যখন এক নষ্টে মূতে বচন লইয়া সকল শাস্ত্রকেই অগ্রাহ্য করিতে উদ্যত হইয়াছেন, তখন তৎ চেষ্টাকে নষ্ট চেষ্টা ও ত যুক্তিকে অসদযুক্তি বলিতে পারা যায় কি না। পণ্ডিতের কথা দূরে থাকুক ইতর লোভি জন প্রভুতিরা অকোভে কহিবে যে ব্রাহ্মণ ঠাকুরদিগের বিশুদ্ধ জ্ঞান জগিয়াছে, অর্থাৎ যে

অসংকল্পের নিমিত্ত আমারদিগকে চিরকাল পর্যন্ত নীচ বলিয়া আসিতেছেন; এখন সেই নীচ কৰ্ম্মকেই ইহারা উত্তম কৰ্ম্ম বলিয়া গ্রহণ করিতে আরম্ভ করিলেন; তবে আর আমারদিগের সহিত তাহারদিগের বিশেষ কিরহিল।

কিঞ্চ, উত্তম বংশজাত ব্যক্তি সকলকে চড়ডীপাদি ইতর জাতির সহিত মিশ্রিত করিতে বিদ্যাসাগর মহাশয় যে বাদনা করিতেছেন, এক্ষণে সে বাদনাকে ছদ্মবেশে বাদ্য করিতে না দেখাই কর্তব্য হয়। কারণ; মনবাদিগের অধমত্ব অনায়াসেই হয় কিন্তু অধমত্ব প্রাপ্ত হইলে পুনর্বার উত্তমত্ব প্রাপ্ত হওয়া বড় কঠিন জানিবেন।

যেস্থলে বহু বাক্যের বিরোধ হয় সেস্থলে কি কর্তব্য তদর্থ্যে কাত্যায়ন সংহিতার ২৯ খণ্ডে লিখিয়াছেন;। যথা।

বিরোধো যত্র বাক্যানাং প্রামাণ্যং তত্র ভূ-
রসাং । তুল্য প্রমাণিকত্বতু ন্যায়এবং
প্রকীৰ্ত্তিতং ॥

যেস্থলে বহু বাক্যের বিরোধ হয় সেস্থলে, যাহাতে অনেক বচনের এক্য থাকে তাহাই প্রমাণ অন্যথা অপ্রমাণ করিতে হইবে। ইহা লৌকিকেও চিরকাল প্রচলিত আছে। বিধবার বিবাহ না দিলে আর পরিত্রাণ পাইতে পারেন না; এমত কারণে জালে দ্রুি আবদ্ধ হইয়াছেন বুঝিতে পারি না; তবে বিদ্যাসাগর মহাশয় বিধবাদিগের সনাতন ধর্ম্মের বিনাশার্থে বা বৈদিক জাতি বিলোপের নিমিত্তই বা ই উক্ বিশেষ ছল পাতিয়া স্বকর্তৃ পুস্তকের ২২ পৃষ্ঠায় ২২ পৃঃ

কিতে বাহা লিখিয়াছেন; তাহা সংক্ষেপে কিস্তি লিখিত
হইছে। যথা।

পতিকুল পিতৃকুল মাতৃকুল কলঙ্কিত করিতেছে। বিধবা
বিবাহের প্রথা প্রচলিত হইলে অসহ্য বৈধব্য যন্ত্রণা ব্যতি
চার দোষ ও ভ্রমহতা। পাপের নিবারণ ও তিন কুলের কল
ঙ্ক নিরাকরণ হইতে পারে। , ,

উত্তর। বাহাদিগকে জগদীশ্বর বৈধব্যযন্ত্রণা রূপ সমুদ্রে
নিক্ষেপ করিয়াছেন সামান্য মনুষ্যদ্বারা তাহাদিগের
বিশেষ সাহায্য কি হইতে পারিবে। বরং তাহার দিগকে
উদ্ধার করিতে গেলে তৎসহিত উদ্ধৃতাকে অগাধ যন্ত্রণারবে
মগ্ন হইতে হইবে।

পরম কারুণিক; জগৎপিতা পরম দয়ালু বাহাতে কোন
মতে পক্ষপাত নাই সেই করুণাময় পরমেশ্বর হইতেও কি
বিদ্যাভাগর মহাশয় আপনাকে দয়ালু বোধ করেন; অ-
র্থাৎ জগদীশ্বর রূত কর্মকে উল্লঙ্ঘন করতঃ প্রাকৃত জনে
যেকর্ম করুক তাহাতেই অপরাধী হয়। অলৌকিক পার
ত্রিক সুখের আদর্শনে অসংখ্য জনে লৌকিক সুখ দুঃখ
বোধ করিয়া তৎসুখোপচয় নিমিত্ত ও তদুঃখ মোচনার্থ
সচেষ্টিত হয়; অর্থাৎ বাহারা ইন্দ্রিয় সুখকে গুরুতর জ্ঞান
করে তাহারা অবশ্যই তৎসুখে মগ্ন থাকে; কিন্তু পারত্রিকে
যে অনিষ্ট কল হয় তাহার উপলব্ধি করিতে পারেন। ।

তন্নিমিত্ত জগদীশ্বর রূত কর্মের ব্যত্যয় করিয়া বিধবার
বিবাহ দিতে প্রস্তুত হইতেছেন; কলি ঐহিকে বিধবাদি
গের কিস্তি ইন্দ্রিয় সুখের অনুভব হইবার সম্ভব বটে;

পরে শীলভঙ্গাপরাধে পরলোকে যে ঘোরতরযামী যন্ত্রণা ভোগ করিতে হইবে তাহাতে কোন সন্দেহ নাই ।

বিধবারা যদি বৈধব্যযন্ত্রণা ভোগের উপযোগি কৰ্ম না করিত তবে করুণানিধান জগৎপিতা পরমেশ্বর কি তাহার দিগকে অসহ্য বৈধব্য যন্ত্রণা ভোগকরিতে নিযুক্ত করিতেন ঈশ্বর সন্নিহিত অন্তঃকৰ্ম করণ জন্য যে অপরাধী হয়; তাহারই তিনি দণ্ড করেন; । করুণাবিষ্ট হইয়া প্রাকৃত জনে তদণ্ড নিবারণ করিতে কোন ক্রমেই পারেনা; বরং উদ্বোধনী হইলে ব্যভিচার দোষে সে ব্যক্তি ও দোষী হইতে পারে অর্থাৎ তরুণ অসহ্য যন্ত্রণা তাহাকেও ভোগ করিতে হয় ।

যত্নপূর্ণ রাজাকর্তৃক কারাবদ্ধ ব্যক্তিকে শৃঙ্খলাবৃত্ত দেখিয়া করুণাপ্রকাশে যদিকেহ তৎশৃঙ্খল মোচন করিয়া দেয় সেই ব্যক্তি কি রাজার নিকট অপরাধী হয়ন ? তরুণ বৈধব্য রূপ কারাগারে ব্রহ্মচর্যরূপ শৃঙ্খলে আবৃত্ত বিধবাদিগের ব্রহ্মচর্য ব্যাঘাতকারি যেহয় সে ব্যক্তি ঈশ্বর সন্নিধানে অবশ্যই দণ্ডার্থ হইবে । এবং বিধবারাও ব্রহ্মচর্য ব্রত ভঙ্গাপরাধে আরও ঘোরতর যন্ত্রণা ভোগ করিবেক । যেমন কারাবদ্ধব্যক্তি কারাগারে অপরাধ করিলে পূৰ্বা পেক্ষা পুনরবার অধিক দণ্ড প্রাপ্ত হয় । অতএব পরাশরোক্ত সংহিতার চতুর্থাদ্যায় বৈধব্যকরণ কৰ্ম বিপাক প্রকরণে কহিয়াছেন । যথা

অদুষ্কাপতিতাং ভার্য্যাং যৌবনেযঃ পরি
 ত্যজেৎ। সপ্তজন্ম ভবেৎস্ত্রীত্বং বৈধব্যঞ্চ
 পুনঃপুনঃ॥ ইতিপারাশরং

অদুষ্কাপতিতা ভার্য্যাকে যৌবনকালে যে পুরুষত্যাগ
 করে। সেই পুরুষ সপ্তজন্ম স্ত্রীত্ব প্রাপ্ত হয়। এবং পুনঃ পুনঃ
 বৈধব্য যন্ত্রণাকে লাভ করে ॥

এস্থলে বর্ত্তব্য এইযে; চতুর্থাধ্যায়ে যে পরাশর কন্মানু
 সারে বৈধব্য কারণ কর্মের অনুস্মরণ করাইতেছেন সেই
 পরাশর কি ঐ অধ্যায়ে বিধবার বিবাহ বিধিদিতে পারে
 ন?। অর্থাৎ পুনর্মার বিবাহ হইলে তাহার বৈধব্য যন্ত্রণার
 ভোগ কি হইল ইহা বিচক্ষণেরাই বিবেচনা করিবেন।
 অতএব পরাশরধৃত নষ্টেমূতে বচনের অর্থে বিধবার
 বিবাহ কর্ত্তব্য কর্ম বলিয়া প্রতিপন্ন হয়না।

বিদ্যাসাগর ভট্টাচার্য মহাশয় বিধবা বিবাহের নিমিত্ত
 অত্যন্ত ব্যস্ত হইয়াছেন; হউন কিন্তু এই বিবাহের উত্তরজ
 ফল অর্থাৎ পরিণামে যে কিফল ঘটিবে তাহার প্রতি যদি
 দৃষ্টিপাত করিতেন তবে নষ্টেমূতে নষ্টেমূতে করিয়া। ওস্ত
 কষ্ট পাইতেন না। ক্ষতিতার্থ ইহাতে অস্পষ্ট নষ্ট স্বভাবা
 ন্নিতা নারীগণে লোক সমাজে স্পষ্ট হইয়া পরিবারকে য-
 থেষ্ট কষ্ট প্রদান করিবে এবং তৎজন্য পরাংপর পরমধর্ম
 হইতে ভ্রষ্ট হইবে তাহাতে কোন সন্দেহ করিনা। এপ্রথা
 প্রচলিত হইলে কেবল বিধবা কিসধবারাও উক্ত বচনে আ-
 প্নানপতিকৈ অমনোনি রুগিয়া অভিলষিত পতিকরণের

চেষ্টা করিবে। সুতরাং সকল গৃহস্থের গৃহই (হরিষ্যো-
ষের গোশালার) ন্যায় হইবে। অবশেষে এক জনহত্যা
নিবারণে গিয়া কতঃ পতিহত্যা ও স্ত্রীহত্যার ঘেষটনা হইবে
তাহা কহিয়া ও পর্যাপ্তি হয়না। পরিণামে সকলেই ধনে
জনে জীবনে বিব্রস্ত হইবেক ইত্যতে সংশয় নাই।

বিদ্যাসাগর মহাশয় চতুর বটেন যদি শুদ্ধ পারের প্রতি
এই ব্যবস্থা আনিতে পারিতেন তবে তাহার চতুরতার
কার্য্য হইত। বিবেচনা করিলে এপ্রথা চলিত হইলে উদ্ভ-
র কালে অনেক উৎপাত ঘটিতে পারে।

এতদেশস্থ সকল লোকেই পরিশ্রম দ্বারা যেকিঞ্চিৎ ধন
উপার্জন করে সেসকল প্রায়ই আপনঃ ভাৰ্য্যাতির হস্তে
এই বিবেচনায় সঞ্চিত করিয়া থাকে যে আত্মোপারম হইলে
পুত্রাদিরা সেই সঞ্চিত ধনদ্বারা জীবনধারণ করিতে পারিবে
এই ক্ষণে বিদ্যাসাগর মহাশয় যে বিধবা বিবাহের প্রথা প্রচলিত
করিতে বসিয়াছেন; তাহা হইলে সেই আশা এককালেই
বিকল হইয়া যায়; এই বিবাহ প্রথা চলিত হইলে পুত্র-
দির প্রতি সেহ শূন্য হইয়া আপনঃ করস্থিত সমস্ত ধনের
সহিত বিধবারা অন্যপতির গৃহেশ্বরী হইবেক, তখন ঐ
পুত্রাদিরা পিতৃমাতৃ ধনাদির বিয়োগে ব্যাভ্রল হইয়া দশ
দিক শূন্য দেখিবে; অতএব কেবল বিধবার প্রতিই ভট্টা-
চার্য্যের করুণা হইয়াছে একপহতাশ পুত্রাদির যে অবস্থা ঘ-
টিবে তৎপ্রতি কি দৃষ্টিপাতমাত্র করেন নাই। সুতরাং বিধ-
বা বিবাহ প্রচলিত হওয়া অত্যন্ত অপকৃষ্ট কর্ম্ম ইহা শাস্ত্রতঃ
এবং লোকতঃ ও যুক্তিতঃস্থির করাগেল ॥

। বদ্যাসাগর ভট্টাচার্য স্বরূপ পুস্তকের ২২ পৃষ্ঠায় ৮ পংক্তি
তে লিখিয়াছেন। যথা।

“কতশত শত বিধবারা ব্রহ্মচর্য্য নিক্ষেপে অসমর্থ হইয়া।

ব্যভিচার দোষে দূষিত ও জগহত্যা পাপে লিপ্ত হইতেছে।।”

উত্তর। কেবল বিধবার বিবাহ দিলেই যে জগহত্যা পাপে
র শাস্তি হইবে এমন নহে; পতিসঙ্গেও কত শতশত স্ত্রী
লোককে জগহত্যা করিতে দেখা যায়, অর্থাৎ বাহ্যর পতি
কাষ্ঠানুরোধে দূরদেশে অবস্থিতি করে, সেই প্রোষিত
ভর্তৃকারা উপপতি দ্বারা গর্ভলাভ করিলে জাতিকুল ল-
জ্জাতয়ে ঐ গর্ভকে হত করিয়া থাকে,। সুতরাং জগহত্যা
ব্যভিচারের অঙ্গ হইয়া উঠিয়াছে; অর্থাৎ উপপতি করি-
লেই জগহত্যা করিতে হয়।

অন্যেপরে কাকথা; বাহারা বারাজনা লোক লজ্জাদন
শীলের কোন ভয় রাখেনা; সেই বারাজনার মধ্যেও অ-
নেকে স্বীয় যৌবন নষ্টের ভয়ে গর্ভনষ্ট করে। অতএব জগ-
হত্যা নিবারণের যে মহদুপায় আছে বাহাতে কোন মতে
ই জগহত্যা হইতে পারেনা তাহার চেষ্টা না করিয়া নিরু-
পায় ভাবিয়া অবশেষে জগহত্যা নিবারণে পায় স্থির
করিয়া অপকৃষ্ট কর্ম বিধবার বিবাহ দিতেই বাধিত হই-
লেন। যদি বলেন এতদ্বিন্ন অন্য উপায় আর কি আছে
তদর্থে বক্তব্য এই যে এদেশে কোন স্ত্রী উপপতি করিতে
পারিবেনা; যদি করে তবে ধৃত হইলে স্ত্রীলোকে নামাক-
র্নও পুরুষের শিশু ছেদ্য হইবে এবং স্বজাতীয় শ্রেণীতে
অচল হইবে এমন কঠিন শাসন থাকিলে কেহ আর অসৎ

কর্ম করিবে না; সুতরাং ব্যভিচার দোষের শাস্তি হইলে আর কোন ক্রমেই জগহত্যা হইবার সম্ভাবনা থাকিবে না।

বিধবার বিবাহ দিয়া যে ধর্ম রক্ষাকরা সেকেবল কন্দমাক্ত জলদ্বারা কন্দমান্বিত পাত্র পরিষ্কার; এবং মদ্যদ্বারা মদ্য পাত্রের ক্ষালন করিয়া মনঃপ্রীতি সেইকপ বিধবার পুনর্বার বিবাহ দিয়া তিনকুনের কলঙ্ক মোচন করায়; একগুপ্ত ব্যভিচারমিবারণার্থে ব্যাক্ত ব্যভিচার করাইয়া বিধবার ধর্মরক্ষা কিরূপে হইতে পারে; যদি পতি ভিন্ন অন্য পতি করিলে স্ত্রীলোকের কলঙ্ক নিবারণ হয়; তবে স্ত্রীলোকের পক্ষে আর অতিরিক্ত কলঙ্কইবা কি আছে; বিশেষ স্পর্শরূপ আর অস্পর্শ এইমাত্র; মিশ্রল বসনে মসীচিহ্ন স্পর্শদুষ্ট হয়। কিন্তু মলিন বস্ত্রে মসীচিহ্নের উপলব্ধি হয়না।

একগে সর্কশাস্ত্র সমন্বয় করাতে বিদ্যাসাগর ধৃত পরাশরোক্ত ন্যেমেতে বচনের অভিপ্রায়ে বিধবার দ্বিতীয় বিবাহ অবিধের স্থিরহইল;। সুতরাং অকর্তব্য কর্ম করণে পরাভসুখ হইয়া সকলে পূর্কপুরুষানুচরিত শোভন পথে অকপটে অভিগমন করুন। আর অপকৃষ্ট ধর্মের কথা লইয়া নিরর্থ জল্পনাদ্বারা রসনাকে অপবিত্রাকরামত হয়না।

এইকলি যুগ প্রায় (৫০০) সহস্র বৎসর গত; ইহার মধ্যে জন্মেজয় প্রভৃতি কতং রাজা গত হইয়াছেন; এবং কতং পণ্ডিত ও জন্মিয়াছিলেন, এই পরাশর সংহিতাও চিরকাল প্রচলিত আছে; পণ্ডিত দিগের ঘরেও কন্যা ভগিনী প্রভৃ-

তৈ কত বিধবা ছিল। পারাশর ধর্মই যে কলির ধর্ম তাহার মর্ম একালপর্যন্ত কেহই হির করিতে পারেন নাই। কেবল একালে পরাশরসংহিতার সুস্ব মর্ম বিদ্যা নাগর মহাশয়েরই হৃদয়ঙ্গম হইয়াছে।

বিশেষতঃ পূর্বপণ্ডিতদিগের বিদ্যানাগরমহাশয়ের মত হৃদয়েকরণার ও অবস্থিতি ছিলনা; তন্নিমিত্তই কি তাহারা আপন কন্যা ভগিনীত্যাদিকে জ্বলদগ্নিতে ভস্মসাৎ করিয়া ছিলেনঃ এবং যাহারা জীবিতাছিল তাহারদিগকেও বিদ্যা নাগরীয় যুক্তিগ্রহণে বিবাহ নাদিয়া ব্রহ্মচর্য্যানুষ্ঠানে নিযুক্ত করিয়া চিরকাল বৈধব্য যন্তগানলৈ দক্ষ করিয়াছিলেন। তা পরমেশ্বর যদি লজ্জার প্রতি যৎকিঞ্চিৎ কটাক্ষ পাত থাকে তবে কদাপি ও অশোভে একপা অসম্বদ্ধ ব্রহ্মনিঃ বাক্য প্রয়োগ করিতে কেহই শক্ত হইতে পারেনা।

আমার দিগের অভিলাষ এই যে কেহ যদি ইচ্ছাপূর্বক আপন কন্যার কি ভগিনী কিমাতাও পিতৃস্বস্রাও মাতৃস্বস্রা পিতৃব্যস্ত্রী মাতুলানী প্রভৃতির বিবাহ দেয় দেউক তাহা নিবারণ করিতে শক্ত নহি কিন্তু শাস্ত্র বিরুদ্ধ অনুচিত কর্ম যে বিধবার বিবাহ তাহা প্রমাণ করিতে সর্বথাই শক্ত হইব; এক্ষণে অনুনয়পূর্বক এই নিবেদন করিতেছি আমরা কদাপি ধর্মোপদেশ ব্যতীত কাহারও প্রতি কটাক্ষ করি নাই; তবে বিচারোপলক্ষে বিদ্যানাগর মহাশয়ের প্রতি যদি কিঞ্চিৎ কটাক্ষ করিয়াছি বোধ করেন তবে তিনি স্বীয় নহস্তানসারে তাহাতে ক্ষমা বিশিষ্ট হইবেন অলমতি বিস্তরেণ ॥

শ্রীমদকুমার শর্মণাম্।

